"কী চাই ?"

সুকুমার চক্রবর্ত্তী ।

প্রাপ্তিস্থান :

কলিকাতা পুস্তকালয় লিঃ

৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক—
শ্রীযুক্তা সুনীতি চক্রবর্ত্তী
১১ বি, শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা—৬

প্রথম প্রকাশ :
বাংলা—ভাদ্র ১৩৬০ সাল।
ইংরাজী—সেপ্টেম্বর ১৯৫৩ সাল।

প্রিণ্টার—শ্রীসুবোধচন্দ্র মণ্ডল
কল্পনা প্রেস লিঃ
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা—৬

ভূমিকা

দেশের বর্ত্তমান বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশ অনুযায়ী "কী চাই"? এই প্রশ্নমূলক নাটকটির পরিকল্পনা করা হইয়াছে। কী ভাবে বর্ত্তমান সমস্যা-গুলির সমাধান করা সম্ভব তাহারই সঙ্কেত এই নাটকে দেওয়া হইয়াছে। এই নাটক রচনা যতদূর সম্ভব, আধুনিক রুচিসম্মত হইয়াছে অথচ অনাবশ্যক তথ্যবাহুল্য দ্বারা নাটকটী অযথা ভারাক্রান্ত করা হয় নাই। এ বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি পাঠকগণই তাহার বিচার করিবেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে নাটকটির মুদ্রণ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে সেইজন্য সম্ভবতঃ কিছু ক্রুটী বিচ্যুতি রহিয়া গেল। পাঠকগণ এ বিষয়ে আমাকে মার্জ্জনা করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

নাটকটির যথাযোগ্য পরিচালনার ব্যাপারে আমার নিজস্ব কতকগুলি মতামত পরিশেষে দেওয়া হইয়াছে।

নাটক লেখায় এই আমার প্রথম প্রচেষ্টা। সকলের নিকট উৎসাহ পাইলে ভবিষ্যতে আরও সময়োপযোগী নাটক লিখিতে পারিব বলিয়া আশা করি।

এই নাটকটিকে আদ্যোপান্ত অনুশীলন করিয়া শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইংরাজীতে যে "Foreword" বিশেষ যত্নের সহিত লিখিয়াছেন, তাহা এই ভূমিকার পরেই সন্নিবেশিত হইয়াছে। এজন্য তাঁহার নিকট আমি বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ। এই নাটকটি লেখায় বিষয়ে প্রথম হইতেই তাঁহার নিকট উৎসাহ ও সহানুভূতি পাইয়াছি বলিয়াই এই নাটকটি প্রকাশিত করা সম্ভব হইয়াছে।

অন্যান্য যাঁহারা এই নাটকটির প্রকাশন বিষয়ে আমাকে বিশেষ ভাবে উৎসাহ দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটও আমি বিশেষ বাধিত রহিলাম।

তাঁহাদের নাম এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। তাঁহাদের নাম :—শ্রীদেবকুমার চট্টোপাধ্যায়,

শ্রীভূমাময় ভট্টাচার্য্য,

শ্রীপরিমলকুমার বসু,

শ্রীসরোজমুকুল বসু,

শ্রীকৌশিকীব্রত দত্ত,

শ্রীনিখিলরঞ্জন চৌধুরী,

শ্রীপরিমলচন্দ্র রায়চৌধুরী,

শ্রীঅরুণকুমার বসু

ও

শ্রীসুধাংশুকুমার দত্ত।

এত স্বল্প সময়ের মধ্যে এই নাটকটির মুদ্রণ ব্যাপারে কল্পনা প্রেসের সত্বাধিকারী শ্রীসুবোধচন্দ্র মণ্ডল ও. শ্রীনন্দলাল দে প্রভৃতি কর্ম্মচারীবৃন্দের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, প্রকাশকের নিকট পত্র দিলে পুস্তকটি পাইতে পাঠকবর্গের কোন অসুবিধা হইবে না এবং নাটকটির অভিনয়ের জন্য নাট্যকারের সহায়তার প্রয়োজন হ'লে প্রকাশকের ঠিকানায় নাট্যকারকে জানাইতে পারেন।

ইতি—

নাট্যকার।

FOREWORD

Sri Sukumar Chakrabarty, the author of the Drama "Ki Chai ?", has been good enough to allow me to go through the manuscript before its publication. It gives me great pleasure to note that although he is new in the field, he has been quite successful in his maiden attempt at correctly representing certain basic problems of modern India, viz. : (1) constant culture of the spirit of voluntary self-sacrifice and service to the people in general, particularly the poor, the weak and the ignorant. (2) initiative on the part of the mass in solving certain domestic problems like the rehabilitation of the Refugees without waiting for State action and (3) the change of the prevalent pessimistic attitude of the mass towards the future of independent India. In addition, he has ably and nicely pictured (a) the inevitable result of clashes amongst the people themselves and the consequent exploitation of this situation by self-seekers and opportunists and (b) the dual policy usually pursued by the so-called labour leaders of employees' unions and (c) the gradual deterioration of the middle class families and its possible remedy.

Last of all and not the least, the teachings of Swami Vivekananda that once exerted a great influence over the youths of the countries, ultimately leading to its freedom from bondage, have been suggested as the only solution of the multifarious ills of India even to-day. India has lost her moorings in forgetting her age-long heritage of renunciation and service and Śri Chakrabarty has done great service to the people by reminding them again of this.

I have no hesitation to say that this problem drama will be much appreciated by all, particularly those who really want the advancement of the mass, both spiritually and economically.

18/1, Nakuleswartala Lane,
Kalighat
Calcutta—26.

Hirendra Nath Chatterjee
12-9-53.

চরিত্রলিপি

পুরুষ—

শ্রী উপেন্দ্রনাথ বসু	বহরমপুরের একজন বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার।
,, বিদ্যাবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়	বহরমপুর কলেজের প্রফেসর।
,, রথীন্দ্র ,,	ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র।
,, রবীন্দ্র ,,	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র।
,, অনাদি চাক্‌লাদার	ঐ সরকার মশাই।
,, পদ্মলোচন	ঐ বামুন ঠাকুর।
স্যার শঙ্করপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	বহরমপুরের একজন বিশিষ্ট ধনী ও Industrialist.
শ্রীবীরেন চট্টোপাধ্যায়	ঐ একমাত্র পুত্র।
,, কার্ত্তিক বাঁড়ুজ্যে	ঐ ম্যানেজার।
,, ঋষি	ঐ বেয়ারা।
,, রামজীলাল	স্যার শঙ্করপ্রসাদের কাপড়ের মিলের একজন বিশিষ্ট অংশীদার।
,, লছমন সিং	ঐ দরোয়ান।
,, নরেশ মিত্র	ঐ কাপড়ের মিলের cashier ও শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি।
,, আশু বোস	শ্রমিক ইউনিয়নের সেক্রেটারী।
,, যতীন জোয়ারদার ,, কালীচরণ ঘোষ	বহরমপুরের জমিদারদ্বয়।

শ্রীরাধারমণ মিত্র " শিবপ্রসাদ ঘোষ " শিবরতন চৌধুরী	বহরমপুরের ধনী ও ব্যবসাদারগণ।
" সুরেন সাহু " যোগেন মণ্ডল	কাপড়ের মিলের শ্রমিকগণ।
" শিবচরণ দত্ত " নিবারণ সরকার " অজয় রায়	উদ্বাস্তুগণ।
" চিত্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	বহরমপুরের একটি খ্যাতনামা বাউল।
কালু	একটী গুণ্ডা ও দাগী আসামী।

স্ত্রী—

শ্রীযুক্তা মায়াদেবী	প্রফেসর বিদ্যাবিনোদের সহধর্ম্মিণী।
কুমারী বীথিদেবী	ঐ একমাত্র কন্যা।
" শীলাদেবী	স্যার শঙ্করপ্রসাদের জ্যেষ্ঠা কন্যা।
" সেফু	ঐ কনিষ্ঠা কন্যা।

"কী চাই?"

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ঘোর অন্ধকার। তা'রি মাঝে ভেসে আসছে জীর্ণ শীর্ণ বাস্তুহারার সকরুণ কণ্ঠস্বর।

'মা!—মাগো—দুটী ভাত দাও মা!

মা!—মাগো—এক টুকরো রুটি দাও মা!

মা!—মাগো—একটা কাপড় দাও মা!'

(ক্ষণপরে সুস্পষ্ট আলোকে দেখা গেল স্যার শঙ্করপ্রসাদের বহরমপুরস্থ প্রাসাদ। বারান্দা ঘরের এক কোণে শীলা ও বীরেন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। অন্নের জন্য, বস্ত্রের জন্য এইরূপ সকরুণ আর্ত্তনাদে ব্যথিত হয়েছে তাদের প্রাণ—শীলার মনে জেগেছে দ্বন্দ্ব—প্রশ্ন করলে বীরেনকে।)

স্থান—বহরমপুর—স্যার শঙ্করপ্রসাদের বারান্দা। কাল—১৯৫২ সালের একটি রাত্রি।

শীলা। (ছলছল নেত্রে) দীর্ঘকালের বিজাতীয় শাসনের নাগপাশ ছিন্ন করে আমরা স্বাধীন হলাম। স্বাধীনতা পা'বার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল দাদা! এই অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, এই হাহাকার, এই অভাব অভিযোগের তীব্র বেদনা—এই দৈনন্দিনের করুণ কাহিনী—বাংলা তথা সারা ভারতের ইতিহাস হ'তে চিরকালের জন্য মুছে যাবে! এতদিন ধরে যে স্বাধীনতার স্বপ্ন আমরা দেখছিলাম দাদা! সে কী এই স্বাধীনতা—তা'র কি এই পরিণাম?

বীরেন। (আর্দ্রচিত্তে) এতদিন ধরে যে স্বাধীন হ'বার স্বপ্নটাই আমরা দেখোছি—সেই স্বাধীনতাই পেয়েছি আমরা। মনে নেই শীলা, উপেনদা বলতেন—আমাদের যা' কিছু লাঞ্ছনা—যা' কিছু দৈন্য—যা' কিছু অক্ষমতা—সবার মূলে ছিল পরাধীনতা। তাই ত একমাত্র লক্ষ্য ছিল, বিজাতীয় শাসন ও শোষণের নাগপাশ ছিন্ন করে দেশকে স্বাধীন করা। স্বাধীনতা-সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুছে যাবে আজকের সমস্ত গ্লানি।

শীলা। কিন্তু তাই কী ? স্বাধীনতা সূর্য্য যে উদয় হয়েছে তা'—ত—নয়—দিন পরিক্রমার পথে সে ত আজ অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। তবু আজও রাত্রির অন্ধকারকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ভেসে আসে সেই ১৯৪৩ সালের সকরুণ কণ্ঠস্বর—ভাত দাও মা—এক টুকরো রুটি দাও মা—কাপড় দাও মা ! স্বাধীনতা পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরই মাঝে দেখা দিল হিংসার তাণ্ডব নৃত্য—পশুর মত নৃশংসভাবে আমরাই আমাদেরকে খণ্ড খণ্ড করতে উদ্যত হলাম—আত্মসুখের মোহে দেখা দিল বীভৎস ব্যভিচার—যার পরিণাম—শত শত দেশবাসীর এই মর্ম্মান্তিক দুঃখ দুর্দ্দশা—অন্ন নাই—বস্ত্র নাই—মাথা গুজবার জায়গা নাই—বাঁচার মত বাঁচবার অধিকারটুকুও পর্য্যন্ত যেন নাই ?

বীরেন। মানুষের ক্রমবিবর্ত্তমান সমাজের ইতিহাস লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে শীলা যে, এত যুদ্ধ, এত বিগ্রহ, কোনটাই নিছক আকস্মিক ঘটনা নয়—তা'র পেছনে রয়েছে সমাজ-সচেতন মানুষের অগ্রগতির প্রেরণা—আছে একটা কার্য্য-কারণ সম্পর্ক। স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি বটে—এ'বার নূতন করে সুরু করতে হবে সাধনা—সত্যকারের স্বাধীনতাকে উপভোগ করবার জন্য সাধনা করতে হবে শীলা !

শীলা। এখনও আবার তা'র জন্য সাধনা করতে হবে দাদা ?

বীরেন। হ্যাঁ, শীলা! আবার নূতন করে সাধনা করতে হবে। আর সে সাধনার প্রথম সোপানই হবে, যা'তে এই ঘরোয়া কলহ, এই অর্ন্তদ্বন্দ্ব, পরস্পরের প্রতি এই দ্বেষ, হিংসা, ঘৃণা, সবার অন্তর হ'তে অচিরে ধুয়ে যায়. মুছে যায়—সাধনা করতে হবে শীলা, যা'তে মানুষের অন্তরে জেগে ওঠে দেশাত্মবোধ—দেশপ্রেম—ঠেলে ফেলে দিতে হবে চিরন্তন সাম্প্রদায়িক ও আত্মগ্রাসী জীর্ণ সংস্কার—প্রতিষ্ঠা করতে হবে সবার অন্তরে দশ ও দেশের স্বার্থকে—"কী চাই" অনুশীলন ক'রে দেখতে হবে—সাধনা করতে হবে, শীলা—কঠোর সাধনা করতে হবে, যেন এ রাজ্যের রাজনীতি হয় স্নেহ-ভালবাসা—শাসন-প্রণালী হয় সেবাব্রত—রাজদণ্ড হয় প্রেম, আর পুরস্কার যেন হয় আত্মবলিদান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ঘোর অন্ধকার। অন্ধকার ভেদ করে গানের শব্দ ও সুর ভেসে আসছে।

"হ'ও ধরমেতে ধীর, হ'ও করমেতে বীর,
হ'ও উন্নত শির, নাহি ভয়।
ভুলি' ভেদাভেদ-জ্ঞান, হ'ও সবে আগুয়ান,
সাথে আছেন. ভগবান, হবে জয়॥"

(ধীরে ধীরে গানের সুর মিলিয়ে গেল। প্রভাতের আলোকরশ্মিতে দেখা গেল স্বামিজীর ফটো ফুলের মালা দিয়ে সাজানো—তাহার সম্মুখে করজোড়ে স্বামিজীর ভাষায় উপেন্দ্র স্বামিজীকে পূজা করছেন। তাঁ'র বয়স পঁয়তাল্লিশ।)

স্থান—বহরমপুর—ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ বসুর কুটীর। কাল—প্রভাত।

উপেন্দ্র। (করজোড়ে) স্বামিজী! তুমি বলেছিলে "আজ থেকে

পঞ্চাশ বৎসর ধরে এই পরম জননী দেশমাতৃকা যেন তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন, অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয় বৎসর ভুলিলে কোন ক্ষতি নাঃ।" তোমারই এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে যেন আমরা মানুষের সেবা করতে পারি।

(তারপর আরও সুস্পষ্ট আলোকে দেখা গেল একটা টুল ও তা'র সামনে একটা টেবিল - টেবিলের এক পার্শ্বে রয়েছে Charity fundএর বাক্স। উপেন্দ্র সংযত, ধীর ও সাহসী পুরুষ। তাঁ'র পরণে খদ্দরের জামা ও খদ্দরের কাপড়, পায়ে বিদ্যাসাগরের চটি। ধীরে ধীরে উপেন্দ্র টুলে বসলেন ও হোমিওপ্যাথি বই পড়তে লাগলেন, এমন সময় গাঁয়ের ও সহরের লোকেরা ও উদ্বাস্তুগণ ওষুধ নিতে এলেন। দু'পাশে দুটো বেঞ্চিতে শিবচরণ, নিবারণ, সুরেন সাহু ও অজয় এবং উদ্বাস্তুগণ—জমিদার যতীন জোয়ারদার একটি চেয়ারে বসলেন—তাঁর এপাশে আর একটি চেয়ার রয়েছে।)

(সকলে উপেন্দ্রকে নমস্কার জানালেন ও উপেন্দ্র তাঁহাদের প্রতি-নমস্কার করলেন।)

যতীন। আপনার রোগী ত' খুব ভাল আছে। Patchটা বুকে আর নেই।

উপেন্দ্র। সে ত কাল রাতেই দেখে এসেছি। এখন একটু বল পাচ্ছে ত ?

যতীন। হাঁ, বলও একটু পেয়েছে।

উপেন্দ্র। আচ্ছা! এই ওষুধটা দু'বার খা'বে—সকালে একবার ও বিকালে একবার—কেমন!

যতীন। (সঙ্কোচের সহিত) আচ্ছা, একটা কথা বলছিলাম ডাক্তারবাবু—

উপেন্দ্র। বলুন। (শিবচরণকে ওষুধ দিতে দিতে উত্তর দিলেন)।

যতীন। মানে—ওষুধের দাম দু'আনা করে দিলে আপনার প্রতি আমাদের বড়ই অন্যায়, বড়ই অবিচার করা হয়। এত বড় ডাক্তার আপনি—এত সুন্দর selection of medicine আপনার যে একটা doseএ miracle ঘটে—ওষুধের দামটা—

উপেন্দ্র। বাড়ানো চলবে না যতীনবাবু! যা'দের সামর্থ্য আছে, তা'রা আমায় আট টাকা ফি ত দিচ্ছে—তা'ছাড়া এই charity fundএ যে যা' পারে দিক—কোন আপত্তি নেই। আমার মনে হয়, আজকাল এই অর্থসঙ্কট সমস্যার দিনে দেশের সকল বড় বড় ডাক্তার প্রত্যহ বিনা পয়সায় বা যৎসামান্য পয়সায় কয়েকজন দুঃস্থ বা অভাবগ্রস্ত মধ্যবিত্ত পরিবারদের যদি ব্যবস্থাপনা করতেন, তা'হলে সত্যকারের দেশকে সেবা করা হ'ত। দাম বাড়াবার কথা বলছেন!—আমার এমন রোগীও এখানে আসে, যা'রা প্রত্যহ দু'আনা করে দিয়েও ওষুধ নিতে পারে না। আচ্ছা! নমস্কার!

(যতীনবাবু সহাস্যে নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিলেন)

(শিবচরণ, নিবারণ ও সুরেন সাহু ওষুধ লইয়া প্রস্থান করিলেন।)

(উপেন্দ্র ছেঁড়া ময়লা জামা পরিহিত শীর্ণ অজয়কে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।)

উপেন্দ্র। তোমার কী হয়েছে বলত ?

অজয়। আইজ্ঞে, প্যাটে পিলে হইয়েছে। জ্বরটাও হয়—মাপবার যন্তর ত লাই—কত জ্বর যে হতিছে তা' বুল্‌তে পারি না—তবে গা পুড়ে যায়—

উপেন্দ্র। (ওষুধ দিয়া)—এ'বেলা একটা, আর ও'বেলা একটা খাবে,

কেমন ! মুড়ি এখন খেও না, তেল ঝাল মশলা দেওয়া কোন তরিতরকারি খেও না—কাঁচকলা, পটল ও পেঁপে দিয়ে আঝালা ঝোল করে দুবেলা খা'বে আর সাবু খা'বে। চার দিন পরে এস, কেমন !

অজয়। আইজ্ঞে, আচ্ছা ! কিন্তু—

উপেন্দ্র। বল, কী বলতে চাও ?

অজয়। আইজ্ঞে, আজ ত' দু'আনা পয়সা দিতে পারব লাই ডাক্তারবাবু ! আর উই বাক্সেও পয়সা দিতে পারব লাই।

উপেন্দ্র। ঐ বাক্সতে পয়সা দিতেই হবে এমন কোন নিয়ম নেই— যা'র যা' সাধ্য সে স্বেচ্ছামত দেবে। এটা তোমাদের জন্য রাখা হয়েছে— যা'রা ওষুধের দাম দিতে পারে না বা পারবেও না—তা'দেরই সেবার জন্য ওই ফাণ্ড হ'তে কিছু অর্থ ব্যয় করা হয়—আর কিছু অর্থ ব্যয় করা হয় যা'তে তোমাদের জন্য ভাল ওষুধপত্তর রাখতে পারা যায়। (টেবিলের হাতল টানিয়া একটা সিকি অজয়ের হাতে দিলেন।) অজয় ! শিংগী মাছ চারটে কিনে নিয়ে যেও। (ডাক্তারের প্রতি কৃতজ্ঞভরে অশ্রুসজল দৃষ্টিতে তাকিয়ে অজয় ধীরে ধীরে চলে গেল। উপেন্দ্রও সাশ্রুনয়নে তাকিয়ে রইলেন।)

তৃতীয় দৃশ্য

বহরমপুর কলেজের Retired প্রফেসর বিদ্যাবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা ও ইংরাজী সাহিত্যে বিপুল পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেছেন—বয়স আটান্ন—মাথার চুল প্রায় পেকে গেছে—সুন্দর সুপুরুষ চেহারা—সুন্দর কাঁচা-পাকা গোঁফ জোড়াটি-ফ্রেঞ্চ কাট্ দাড়ি। পরনে ধুতি পাঞ্জাবী। সরল, উদাসীন পুরুষ। যা'র যে দিকে ঝোঁক, তা'কে পথের বিঘ্ন সচেতন করিয়ে তা'র পথে উৎসাহ দেওয়া প্রফেসরের একটী ধর্ম্ম। তাঁ'র

সহধর্ম্মিনী শ্রীমতি মায়া দেবী শিক্ষিতা ও মিষ্টভাষিণী। উভয়েরই অমায়িক ব্যবহারে ও কার্য্যকলাপে সকলেই তুষ্ট। প্রফেসরের প্রথম পুত্র রথীন Economicsএ এম, এ— চাষ-আবাদের দিকে তার ঝোঁক। চাষীদের উন্নতির পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করতেই যেন তা'র জীবন। দ্বিতীয় পুত্র রবীন বি, এ পাশ। অভিনয়ের দিকে তা'র খুবই আগ্রহ। একটিমাত্র কন্যা বীথি বি,এ পড়ছে—শান্ত কোমল স্বভাবা—গানের দিকে তা'র ঝোঁক—এবং নিজেও সুগায়িকা। বামুন ঠাকুর পদ্মলোচন গাঁয়ের সরল মানুষ। অনাদি চাকলাদার এ-বাড়ীর সরকার মশাই। প্রফেসরের পিতা ৺রাধাবিনোদের আমল হ'তে তিনি সরকার মশাই রূপে এ-বাড়ীতে বহাল আছেন—এ-বাড়ীর একরূপ তিনিই অভিভাবক। জীবনে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলা তাঁ'র ধর্ম্ম। তিনি ন্যায়বান পুরুষ—সকলকে ভালবাসা ও সকলের তদারক করা তাঁ'র স্বভাব।

স্থান—বহরমপুর—প্রফেসর বিদ্যাবিনোদের পড়িবার ঘর।

কাল—রাত্রি।

(টেবিলের উপর আলো রয়েছে। Works of Wordsworth, Shelley, Keats প্রভৃতি এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও কাব্য টেবিলের উপর গুছান রয়েছে—স্পষ্ট আলোকে শুধু দেখা যাচ্ছে, প্রফেসর একমনে পড়ছেন। ক্ষণপরে দেখা গেল, মায়া দেবী উন্মনা শসব্যস্ত হয়ে ঘরে প্রবেশ করছেন—কী যেন চাই ? অথচ কিছু অনুমান করতে পারছেন না—মনেও পড়ছে না। প্রফেসর আপন মনে Wordsworth এর skylark কবিতাটী পড়তেছেন)

মায়া। (শসব্যস্তে) কী চাই ? কী যেন চাই ? (এমন সময় প্রফেসর আপন মনেই শেষের দু লাইন আবৃত্তি করিলেন)

প্রঃ। Type of the wise who soar but never roam,
True to the kindred points of Heaven and Home !

(আবৃত্তিতে মায়া দেবীর চমক ভাঙ্গিল ও তিনি আকৃষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে

প্রফেসরের টেবিলের সম্মুখে হাসিমুখে অগ্রসর হ'লেন। মায়া দেবীকে দেখিয়া প্রফেসর আবৃত্তি করলেন)

"এ দৈন্য মাঝারে কবি !

একবার নিয়ে এস স্বর্গ হ'তে বিশ্বাসের ছবি।"

মায়া। (করজোড়ে) 'একবার নিয়ে এস স্বর্গ হ'তে বিশ্বাসের ছবি।'

প্রঃ। আচ্ছা—মায়া! এই কবিতার কোন অংশটা তোমার সব থেকে ভাল লাগে বলত।

মায়া। "মৃত্যুরে করিনা শঙ্কা। তুর্দ্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি', তা'রি মাঝে যা'ব অভিসারে
তাঁ'র কাছে,—জীবন সর্ব্বস্বধন অর্পিয়াছি যাঁ'রে
জন্ম জন্ম ধরি'।"

প্রঃ। A complete surrender—(সহাস্যে)—সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। কী বল ?

মায়া। আমি জানি না।

প্রঃ। তুমি জান না। অথচ পরমতত্ত্বটুকু জেনে বসে আছ।

"তুর্দ্দিনের অশ্রুজলধারা মস্তকে পড়িবে ঝরি',
তা'রি মাঝে যা'ব অভিসারে তাঁ'র কাছে,
জীবন সর্ব্বস্বধন, অর্পিয়াছি যাঁ'রে জন্ম জন্ম ধরি'।"

মায়া। (প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে করজোড়ে) জীবন সর্ব্বস্বধন অর্পিয়াছি যাঁ'রে জন্ম জন্ম ধরি' !

প্রঃ। অথচ, তুমি জান না—জান না। (ক্ষণেক ভাবিয়া) ওঃ—অহমিকা বিসর্জ্জন! (নিজেকে দেখাইয়া) আমি কিছু জানি না। (মায়াকে দেখাইয়া) তুমি সব জান।

মায়া। না—না—আমি কিছু জানি না। (প্রফেসরকে দেখাইয়া) তুমি সব জান।

(এমন সময় বামুন ঠাকুর পদ্মলোচন ভিতর হ'তে)

পদ্ম। (ভিতর হ'তে) আজ্ঞে, মা! রাত হয়েছে। খাবার দেব, আজ্ঞে ?

প্রঃ। (ঘড়ির দিকে চেয়ে) সাড়ে নটা বেজে গেছে!

মায়া। হ্যাঁ, রাত হয়েছে—আর একটু পরেই সরকার মশাইয়ের তাগিদ এসে পৌঁছবে, ওঠ—দেরী কর না—আমি যাই, দেখিগে—

প্রঃ। দাঁড়াও না! একেবারে এক্ষুণি যেতে হবে এমন কী কিছু ঘটেছে।

(পদ্মের প্রবেশ)

হ্যাঁরে পদ্ম! রথীন এসেছে ?

পদ্ম। আজ্ঞে, বড়দাদাবাবু অনেকক্ষণ আইয়েছেন। বৈঠকখানায় মোড়লদের নিয়ে কী সব বক্তিতা কইতেছেন, আজ্ঞে।

প্রঃ। ওঃ! আজ সোমবার! সোম, বুধ, শুক্র গ্রামের চাষীদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। মানে, Cultural aspect of the villageএর দিকে তা'র লক্ষ্য, quite good, হুঁ! আর রবীন ?

পদ্ম। আজ্ঞে, ছোটদাদাবাবু সুন্দর নাটক নিয়ে ভারি সুন্দর যাত্রা গাইতেছেন, আজ্ঞে।

প্রঃ। (অবাক হয়ে), যাত্রা গাইছে ? কোথায় ?

পদ্ম। আজ্ঞে নিজের ঘরে, আজ্ঞে।

প্রঃ। (হাঁসিয়া) নিজের ঘরে নাটক পড়ছে। অভিনয় হচ্ছে রবীনের একটা hobby—nay life itself—ভাল—Shakespeare বলেছেন—

পৃথিবীটা একটা রঙ্গমঞ্চ—আর আমরা প্রত্যেকে এক একটি অভিনেতা —বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ধারায় অভিনয় করছি। হ্যাঁ, অভিনয় ভাল—তবে সাধন সাপেক্ষ, নইলে light হয়ে পড়ে—আর সঙ্গে সঙ্গে light of the life fades out without contributing anything to the world where we are born to contribute and not to while away for nothing—

যা কিছু দেবার থাকে গো তোমার,
দিয়ে যাও তুমি দান।
শুধু এইটুকু মনে রেখ,
তুমি চেওনাক প্রতিদান ॥

মায়া। শুধু এইটুকু মনে রেখ, তুমি চেওনাক প্রতিদান।

প্রঃ। কভু চেয়োনাক প্রতিদান। এঁ্যা—হ্যাঁ—বীথি—বীথিকে দেখ্‌ছি না ত!

পদ্ম। আজ্ঞে, দিদিমণি উপরের ঘরে গান গাইতেছেন, আজ্ঞে।

প্রঃ। আর আমাদের সরকার মশাই—The Great অনাদি কাকা —যাঁর দৌলতে দিনগুলি এখনও পর্য্যন্ত একভাবে একই নিয়মে কেটে যাচ্ছে—কোথায় অনাদি কাকা ?

পদ্ম। আজ্ঞে, সরকার মশাই বাজারের হিসেব পত্তর লিখ্‌ছেলেন। দিদিমণির গানের আওয়াজ শুনে গান শুনতে গেলেন, আজ্ঞে।

প্রঃ। অনাদি কাকার অনেক বয়স হয়েছে, না গিন্নি ? (মায়া ঘাড় নাড়িলেন) বাবা মারা গেছেন কবে ! অনাদি কাকাই আমাদের কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে—এই অনাদি কাকাই এ বাড়ীতে নিয়ম করে

দিয়েছে যে, কিবা গ্রীষ্ম, কিবা বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, কিবা শীত কিবা বসন্ত—রাত্রি দশটা—রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত এবাড়ীতে পড়াশুনা, গানবাজনা, যা' খুসী কর, তা'র পরই ডাকাডাকি। একদিনও ভোলে না গা—আর জব্দ করেছে এই পদ্ম ঠাকুরকে পর্য্যন্ত—

পদ্ম। (মৃদু প্রতিবাদ সুরে) আজ্ঞে, জব্দ নয়—সরকার মশাই—

প্রঃ। (রাগের ভাণে) জব্দ নয় !

পদ্ম। (প্রতিবাদ সুরে) আজ্ঞে, নয়—

প্রঃ। (একটু চড়া সুরে) জব্দ নয় !

পদ্ম। আজ্ঞে, নয়—

প্রঃ। (সহাস্যে) জব্দ এই কড়া কথাটায় ঠাকুরের আপত্তি—দেখছ গিন্নি !

পদ্ম। আজ্ঞে—ওটা জব্দ নয়, ওটা নিয়ম—

প্রঃ। দেখেছ গিন্নি, জব্দ নয়—নিয়ম।

মায়া। তা'র মানে—ঠাকুর বলতে চায়, কাউকে জব্দ করা সরকার মশাইয়ের অভিপ্রায় নয়—সত্যই ত, একটা নিয়ম, একটা শৃঙ্খলা মেনে চললে জীবনে শান্তি পাওয়া যায়—প্রকৃতি চিরদিনই উন্মুক্ত হ'তে চায় শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে।

(সরকার মশাইয়ের প্রবেশ)

অনাদি। (কাসিয়া) বাবু ! দশটা প্রায় বাজে—

প্রঃ। Great অনাদিকাকার ডাক ! তোমরা যাও—আমি যাচ্ছি।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—বীথির ড্রইংরুমের বারান্দা। কাল—রাত্রি।

(বীথি বারান্দার ধারে দূরে দিগন্তপানে তাকিয়ে জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করছে আর গান গাইছে।)

বীথি। ভালবাসার ডোরে পরস্পরে
ভুলে যাইরে আত্মপর।
মিছে হিংসা রোষে আপনদোষে
আপনারে কেন করি পর ॥
দূর হউক এ দুঃখ দৈন্য হতাশময় বর্ত্তমান।
জাগিয়া উঠুক সারা দেশে ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের টান ॥
এ দেশের মাটিতে দেশের কোলে
মানুষ হ'য়ে হ'ব অমর ॥

(অনাদির প্রবেশ)

অনাদি। (শশব্যস্তে) দিদিমণি ! দশটা বেজে গেছে। হাত পা মুখ ধুয়ে এ'বার খাবে চল।

বীথি। (রাগের ভাণে) আচ্ছা দাদু ! তুমি বড্ড বেরসিক। কী করে যে দিদিমা তোমায় নিয়ে ঘর করেছিলেন, আমি যখনই তা' ভাবি তখনই আমার কান্না পায়।

অনাদি। (চোখ মুছতে মুছতে) দিদিমণি ! ভেবে কাঁদ আর ভেবে হাস। ভাবের রাজ্যে তোমাদের যে বাস। কিন্তু তোমার দিদিমা পাকা বাস্তববাদী ছিলেন। নিয়মের মধ্যে মাত্রা রেখে জীবনে চলেছিলেন আর তোমার এ দাদুকেও চালিয়েছিলেন। সে যে কী শান্তি ! বুঝবে দিদিমণি, পরে বুঝবে।

বীথি। (রাগের ভাণে) খুব বুঝেছি—হাড়ে হাড়ে বুঝেছি—তোমার এ নিয়মে চলে ব্যামো না হয় ! আচ্ছা দাদু ! তোমার এই ঘড়ি-ঘণ্টার আইন আর আমায় কতদিন মানতে হবে বলত ?

অনাদি। (সহাস্যে) বল্‌ব দিদিমণি !

বীথি। (রাগের ভাণে) হ্যাঁ—হ্যাঁ—বলনা।

অনাদি। (সহাস্যে) দিদিমণি !

বীথি। কী ?

অনাদি। আমার আইন তখন নাহি রবে, যখন—

গম্ভীরভাবে) বিয়ের ফুল, মানে, তোমার বিয়ের ফুল—

বীথি। ধ্যেৎ (বলিয়া প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—রবীনের ড্রইং রুম। কাল—রাত্রি।

পাশে একটী টেবিলে নাটকের বই সাজানো আছে, সামনে একটী চেয়ার রয়েছে, দু'পাশে দু'টী বেতের কোচ রয়েছে—রবীন পায়চারী ক'রতে ক'রতে আবৃত্তি করছেন।

রবীন। "শোন গীতা ! শোন প্রতিমা ! স্বামিজী বলেছেন 'হে ভারত ! ভুলিও না তোমার আদর্শ। ভুলিও না, নীচ জাতি, মূর্খ, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর ! সাহস অবলম্বন কর ! সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের

সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী। 'বল, ভাই! ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।" (অনাদির প্রবেশ। সরকার মশাইকে দেখিয়া) ওঃ! দাদু! দশটা বেজে গেছে বোধ হয় ?

অনাদি। আর বোধ হয় নয়—বেজে গেছে। যাও! এখন সুস্থ হয়ে সেবা করে নিজেও সুস্থ হ'ও আর আমাদের পাঁচজনকেও বাঁচা'ও। দেখি আবার বড়কত্তাকে, হুঁ। (প্রস্থানোদ্যত)।

রবীন। তুমি বড্ড বেরসিক, দাদু! এমন সুন্দর piece টাকে—

অনাদি। বেরসিক! হয়ত হ'বে। তবু তোমাদের মত রসে ডুবে যাই না—ভেসে থাকি (গম্ভীরভাবে)

রবীন। অর্থাৎ—

অনাদি। অর্থাৎ রসজ্ঞান ও রসবোধ আমার ঠিকই আছে, তবে অতিমাত্রায় নয়—পরিমাপ মত। হুঁ—

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—রথীনের বৈঠকখানা। কাল—রাত্রি।

(দু'পাশের বেঞ্চিতে কতকগুলি চাষী মোড়ল ও ছেলেরা বসে রথীনের বক্তৃতা শুনিতেছে। নিবারণ, শিবচরণ প্রভৃতি বসে আছে।)

রথীন। সুখ, শান্তি, স্বচ্ছন্দতাকে পরিত্যাগ করে দুঃখকে বরণ করতে না শিখলে কখনও মানুষ হওয়া যায় না। উপেনদা বলতেন—দুঃখ বিপদের কোলে লালিত পালিত হয়েছি বলেই জীবনে মানুষ হ'বার আগ্রহ জন্মেছিল। যখন বার বৎসর ধরে মহাত্মাজীর পদতলে বসে দারিদ্র্যের

ব্রত অভ্যাস করেছিলাম, তখন দুঃখের পরম সুখ অনুভব করেছি। সবার জন্য দুঃখ ভোগ—কর্ত্তব্যের জন্য দারিদ্র্য ভোগ—সে কী সুখ—

শিবচরণ। ডাক্তারবাবুর মত মানুষ হয় না—সেবাই যেন তাঁ'র ধর্ম্ম—সেবাই যেন তাঁ'র প্রাণ—একেই বলে শিক্ষা—

রথীন। নিশ্চয়ই। না শিখলে, না পড়লে, মানুষ হ'ব কী করে? এই যে সপ্তাহে তিন দিন সন্ধ্যার পর তোমরা night class করছ—খবরের কাগজ পড়ছ—এই যে লেখাপড়া করছ, কিসের জন্য? জীবনে ঠক্‌তে না হয়? না শিখলে, না পড়লে, কুপমণ্ডুক হ'য়ে পৃথিবীতে বেঁচে থেকে লাভ কী বল?

সকলে। তা'ত ঠিকই। তবে প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হ'চ্ছিল—সে'টা খট্‌কার জন্যও বটে, আর—

রথীন। খট্‌কা ফট্‌কা কিছু নয়—আলসী, কুঁড়েমি। এই যে তোমরা কিছু শিখছ, দেশ বিদেশের অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছ—এর থেকেই জাগবে তোমাদের শিক্ষা—গড়ে উঠবে সচেতন সমাজ—তখন পুতুল নাচান বন্ধ হ'য়ে যাবে। তোমাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়া আর অপরের চলবে না। চোখ মেলে চাইলে দেখতে পাবে—আজকাল অনেকে বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছেন—কারণ বললে ত' আর ট্যাক্স দিতে হয় না। আর লোককে গরম করেও দেওয়া যায়। সত্যকারের কাজ কিছু করতে হলে দেশাত্মবোধ থাকা চাই। সর্ব্বদাই খেয়াল রাখতে হবে যে, ছোটখাট স্বার্থকে নিয়ে বিরাট হৈঃ চৈঃ সৃষ্টি করে আমাদের সমষ্টিগত স্বার্থ—দেশের স্বার্থকে যেন আমরা কিছুতেই বিব্রত করে না তুলি। ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করতে প্রাণ যা'দের বেরিয়ে যায়, তা'রা দেখবে দেশের স্বার্থকে? যারা জেগে ঘুমুচ্ছে তারাই ঘুম ভাঙ্গাবার

চেষ্টা করছে তাদের যা'রা সহজে ঘুমিয়ে আছে। সাধনা করতে হবে—

নিবারণ। আজ্ঞে, ঠিকই ত। সাধনা করতে হবে—আমাদের সজাগ থাকতে হবে—আমরা এখন স্বাধীন হয়েছি।

রথীন। হ্যাঁ, সর্ব্বদাই মনে রাখতে হবে—স্বাধীনতা মর্য্যাদার রক্ষক আমরা। সমষ্টিগত স্বার্থের জন্য ছোট ছোট স্বার্থকে চিরতরে যেন আমরা বিসর্জ্জন দিতে পারি।

(অনাদি প্রবেশ করিয়া নিবিষ্টমনে রথীনের বক্তব্য শুনছেন)

রথীন। ওঃ! দাদু এসে পড়েছেন—দশটা বেজে গেছে বুঝি!

অনাদি। বুঝি আর নয়—অনেকক্ষণ বেজে গেছে (সকলে হাসিল)।

রথীন। আচ্ছা, ভাইসব! তোমরা এখন এস (সকলে 'জয়হিন্দ্' বলে প্রস্থান করিলেন। রথীনও ভিতরে চলিয়া গেল।

(অনাদি সকলকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া)

অনাদি। নিজেদেরকে নিজেরাও একটু দেখতে পার না! সময়মত কাজ সেরে, সেবা করে নিয়ে, সুস্থ হ'তেও এখনও শেখনি। যে কাজেই লাগ সেই কাজেই ডুবে যাও। স্বাস্থ্য হারালে চলবে কী নিয়ে, হুঁ!

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—স্যার শঙ্করপ্রসাদের বাড়ী। কাল—মধ্যাহ্ন।

(শীলার পড়িবার ঘর, স্পষ্ট আলোকে দেখা গেল—পাশাপাশি দুটী চেয়ারে শীলা Economicsএর questionএর উত্তর লিখছে ও উপেন্দ্র Text bookএ কখনও দাগ দিতেছেন, কখনও বা question লিখিতেছিলেন—)

শীলা। General Economicsএর উত্তর লেখা হয়ে গেল উপেনদা! কিন্তু—

উপেন্দ্র। আবার কিন্তু কী ?

শীলা। এখন ত হল—পরীক্ষায় লিখতে পারি তবে ত ?

উপেন্দ্র। কেন ? পরীক্ষায় লিখতে না পারার মত এখনও কি কোন অসুবিধা বোধ হচ্ছে ?

শীলা। না—মানে—

উপেন্দ্র। মানে—Want of self confidence.

শীলা। এই—একটু—

উপেন্দ্র। ঐ 'একটু' কথাটাও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করো না—ফল ভাল হয় না। জীবনে কখনও negative suggestion নিজেকে দিও না—সদা সর্ব্বদা আত্মবিশ্বাস নিয়েই কাজে নেমো। সকল দেশেই ছাত্র ছাত্রীরাই হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড—তোমাদের উপর নির্ভর করছে দেশের উন্নতি—তোমরাই হচ্ছ দেশের সমৃদ্ধি—তোমরা নিজেদের উপর সদা সর্ব্বদা নির্ভর করতে শিখো—জীবনে মানুষ হতে পারবে—যাক্, এখনও বল, যদি কিছু অসুবিধা থাকে।

শীলা। না, কোন অসুবিধাই নেই।

উপেন্দ্র। পরীক্ষায় ঠিক মত গুছিয়ে লিখতে পারবে বলে মনে হচ্ছে ?

শীলা। হ্যাঁ—

উপেন্দ্র। (হাসিয়া) পরীক্ষার নাম শুনে ভয় পাও শীলা! অথচ পরীক্ষাটা কত বিভিন্নভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দেখা দেয়, আর আমরাও সহজে তা'তে উত্তীর্ণ হই—কেন জান ? পরীক্ষার নামটা থাকে না বলে।

শীলা। ঠিক বলেছেন উপেনদা! পরীক্ষা নামটার সঙ্গেই যেন একটা কাল্পনিক ভয় জড়ানো থাকে।

উপেন্দ্র। বাস্তববাদী মানুষ আমরা—আমরা কাল্পনিক ভয়কে কখনও প্রশ্রয় দেব না।

শীলা। হ্যাঁ—ভাল কথা, উপেনদা! পিসিমা কাল একটা চিঠি দিয়েছেন।

উপেন্দ্র। শেফুর খবর পেয়েছ ? শেফু ভাল আছে ত ?

শীলা। চিঠিটা পড়ি, শুনুন!

উপেন্দ্র। পড়!

(শীলা চিঠি পড়িতে লাগিল)

স্নেহের শীলা!

অনেকদিন হল তোমার চিঠি পাইনি। সামনে তোমার বি-এ পরীক্ষা, কাজেই পড়াশুনা নিয়ে তুমি ব্যস্ত আছ মনে হচ্ছে। বীরেনের চিঠি পেয়েছি—তাকে বলো যে শীঘ্র উত্তর দেব।

তোমাদের শেফু ভাল আছে। শেফু তোমাদেরই ছোট বোন, কাজেই শেফুকে না দেখতে পেয়ে হয়ত তোমাদের খুবই কষ্ট হয়। কিন্তু শেফু আমার ছেলেমেয়ের অভাব পূর্ণ করেছে। শেফুকে ছেড়ে একদণ্ড আমি থাকতে পারি না। ভাব্‌ছি, শেফুর বিয়ে হলে কী করে থাক্‌ব। তোমার বাবা কেমন আছে। চিরকাল খামখেয়ালী মানুষ সে। একটু নজর রেখ ও সাবধানে থেক।

উপেন ভাল আছে আশা করি। দেখ শীলা, তোমার মা উপেনকে ছেলের মত ভালবাসতেন। উপেনের পরামর্শ ছাড়া চল্‌তেন না—উপেনের ওষুধ ছাড়া খেতেন না। তোমার মা প্রায়ই বলতেন—আমার উপেনের

মত ছেলে হয় না। তোমাদের বড় ভাই মনে করে উপেনকে যত্ন করো—তোমরা সকলে আশীর্ব্বাদ জেনো।

ইতি—আশীর্ব্বাদিকা

তোমার পিসিমা।

(শীলার মায়ের কথা শুনে উপেন্দ্রের চোখে জল দেখা দিল। তাঁর উদাস ও গম্ভীর মূর্ত্তিটী অতি অপরূপ দেখাইতেছিল।)

উপেন্দ্র। (চোখ মুছিতে মুছিতে) তোমার মা ছিলেন সত্যকারের দেশপ্রেমিকা—দশ ও দেশের জন্য তাঁ'কে কাঁদতে আমি দেখেছি—দেখেছি গোপনে তাঁ'কে দান করতে। দুঃস্থদের জন্য, রাজবন্দীদের পরিবারের জন্য গোপনে তিনি কত দান করেছেন—তাঁ'র কাছে আমিও ঋণী। তোমার মায়ের মত যদি দেশের নারী চরিত্র গড়ে উঠে, দেশও শক্তিশালী হয়। অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ছিলেন, অথচ বিলাসিতার নাম গন্ধ ছিল না। সাদাসিদে জামা কাপড় পরতেন—নিজে কাপড় জামা কিনে, দুঃস্থ মধ্যবিত্ত রাজবন্দীদের পরিবারবর্গকে তা' দান করে তাঁ'দের সেবা করতেন—ঐ রকম আদর্শ মানুষ সংসারে বিরল।

(শীলার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়ছে।)

উপেন্দ্র। আচ্ছা শীলা, ফাঁকি দিও না ! পড়। একটু বাদে রথীনের বাড়ীতে উদ্বাস্তু কমিটির এক সভা বসবে—আজ তবে আসি।

(উপেন্দ্র যে দিক দিয়া চলে গেলেন শীলা সেই দিকে উদাস ছলছল নেত্রে তাকিয়ে রইল—ক্রমে অন্ধকার হয়ে এল।)

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—রথীনের বৈঠকখানা। কাল—সন্ধ্যা। (উপেন্দ্র, বীরেন ও রথীনের উদ্যোগে উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্য দেশকর্ম্মীদের এক সভা চলিতেছে। যতীন, রাধারমণ, শিবরতন, প্রফেসর ও স্যার শঙ্করপ্রসাদ প্রভৃতি গ্রামের জমিদার ও ধনী ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত আছেন। প্রফেসর সভাপতি। তাঁ'র পাশে স্যার শঙ্করপ্রসাদ বসে আছেন। বীরেন ও রথীন একপার্শ্বে এবং উপেন্দ্র অপরপার্শ্বে দণ্ডায়মান। অন্যান্য সকলে চেয়ারে উপবিষ্ট।)

প্রঃ। উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্য আপনারা কী বল্‌তে চান ?

উপেন্দ্র। মাননীয় সভাপতি মহাশয় এবং উপস্থিত ভদ্রোমহোদয়গণ ও ভাই সব! উদ্বাস্তু সমস্যা যে একটা জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সে বিষয় নিঃসন্দেহ। এই উদ্বাস্তু সমস্যাটা সবার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আমাদের সমাজের উপর এমন বিভীষিকা-মূর্ত্তি নিয়ে ধাক্কা দেবে, হয়ত আপাতঃ দৃষ্টিতে আমরা কল্পনা করতে পারছি না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আজ ঘটনাসূত্রে এই সব বাস্তুহারা যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে পথের ভিখারী—তা'দের আশা, উদ্যম, মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত ভেঙ্গে গেছে—আর তা'রা আমাদেরই মা ভাই বোন। একদিন তা'দের মাথা গুঁজবার জায়গা ছিল—খাবার সংস্থান ছিল—আর সেও বেশীদিনের কথা নয়। আজ আমাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে ও রাষ্ট্রগতভাবে এই সব উদ্বাস্তুদের বাঁচাতেই হ'বে—যা'রা অসহায়ের মত আমাদের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে আছে।

যতীন। সমস্যাটা রাষ্ট্রগত আর বড়ই জটিল—আমরা কী করতে পারি?

উপেন্দ্র। যে কোন সমস্যা রাষ্ট্রগত বলে ব্যক্তিগতভাবে যদি আমরা পরস্পর নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকি, তা'হলে রাষ্ট্রগতভাবে সমস্যাটার সমাধান হবে কী উপায়ে ? আর উদ্বাস্তু সমস্যাটা জটিল নিঃসন্দেহ, কিন্তু গালে হাত দিয়ে অলস চিন্তা না করে সমস্যাটাকে ব্যক্তিগতভাবে, রাষ্ট্রগত ভাবে তলিয়ে দেখ্‌তেই হবে সমাধানের পথে। গাঁয়ে গাঁয়ে, সহরে সহরে, আমাদের সাধ্যমত জমি জায়গা সংগ্রহ করতেই হ'বে, অর্থও ব্যয় করতে হবে তাদের জন্য, যা'তে তা'রা মাথা গুঁজবার জায়গা পায়, ফসল ফলাবার জমি পায়, তাঁত বুনবার সুযোগ পায়—দেশের কৃষি এবং কুটির শিল্পও বাঁচে, আর বাঁচে আমাদের মা ভাই বোনেরা—

রাধারমণ। চাষ-আবাদের জমি জায়গাগুলি ত তা'দের জন্য ছেড়ে দেওয়া যায় না, চাষের ফসল থেকে ত আমাদের বাঁচতে হবে।

উপেন্দ্র। কৃষ্ণপুর, ভগবানগোলা, জিয়াগঞ্জ, নসীপুর, মুর্শিদাবাদ, ভাবতা, পলাশী প্রভৃতি প্রায় সকল স্থানেই দেখ, বন জঙ্গলে ভরে আছে মাঠের পর মাঠ—কত শত পুকুর পানাডোবায় ভরে আছে—ব্যক্তিগত ভাবে ও রাষ্ট্রগতভাবে এই সমস্ত অঞ্চলগুলি তন্ন তন্ন করে পরিদর্শন করে যদি সত্যই সেবাব্রত নিয়ে আমরা সকলে এই উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্য কাজে নামি, তা'হলে তা'রাও ফিরে পাবে বাঁচবার আশা, জীবনে সংগ্রাম করবার প্রেরণা। এই উদ্বাস্তুদের সেবা করব—এই মনোবৃত্তি ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রগতভাবে একান্ত প্রয়োজন। ছোট হউক, ব্যাপক হউক, যে কোন পরিকল্পনা যা'তে কাজে লাগাতে পারি—উদ্বাস্তুদের সেবা করে তা'দের বাঁচাতে পারি, সেই লক্ষ্য নিয়ে আসুন আপনারা—সকলে কাজে নেমে আসুন—এই উদ্বাস্তুদের বাঁচান।

কালীচরণ। ব্যক্তিগতভাবে এই কয় ঘর জমিদার ও ধনী মিলেই কী এরূপ একটা জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে !

স্যার শঙ্কর। শুধু তা'ই নয়—সামান্য অর্থ দিয়ে এই বিরাট সমস্যাটার কতটুকু সমাধান করতে পারি—Try to dive deep into the matter and you will see, the problem is not so easy to solve.

উপেন্দ্র। আজ ব্যক্তিগতভাবে আমরা যতটুকু এই উদ্বাস্তু সমস্যাটার সমাধান করতে চেষ্টা ক'রব, ততটুকুই এই রাষ্ট্রকে, এই সমাজকে সুষ্ঠ ও সবল করে তুলবে, আর রাষ্ট্রগতভাবে একদিন এই সব অঞ্চলগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করে উদ্বাস্তুদের জন্য ব্যবহৃত হ'বার চেষ্টা হ'লে নিশ্চয়ই এই রাষ্ট্রগত পরিকল্পনার সঙ্গেও আমাদের ব্যক্তিগত এই প্রচেষ্টা সহায়তা করবে অনেকখানি। শুধু মুখে Sericulture, Agriculture বললে আর ফলাও করে বিজ্ঞাপন দিলে অত সহজে যদি দেশের কৃষি ও কুটির শিল্পের উন্নতি হ'ত. তা'হলে সাধনার কোন প্রয়োজন ছিল না। আজ সত্যই সাধনা করতে হ'বে স্বাধীনতা উপভোগ করবার জন্য—চাই সেবাব্রত—কী ব্যক্তিগত, কী রাষ্ট্রগত, সেবাব্রত নিয়ে, সকলে দেশের সেবা করবে, এই মনোবৃত্তিকে দৃঢ়ভাবে মনে গেঁথে নামতে হ'বে পথে—সাধনা করতে হ'বে—বাঁচাতে হ'বে কৃষি, বাঁচাতে হবে কুটির শিল্প, আর বাঁচাতেই হবে দেশের মা ভাই বোনদের—

প্রঃ। এই উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্য তোমরা কী কিছু করেছ ?

রথীন। মোড়লপাড়ায় আমাদের যে জমি ছিল তা হ'তে একশো পঁচিশ বিঘা জমি দিয়ে পাঁচশো উদ্বাস্তুদের বসান হয়েছে। তা'রা যা'তে চাষ-আবাদ করে জীবন ধারণ করতে পারে, তাঁত বুনে কাপড় গামছা,

বিছানার চাদর ইত্যাদি তৈয়ারী করতে পারে, তা'রও ব্যবস্থা আমরা করেছি। দু'টী পাঠশালা এবং একটী সপ্তম শ্রেণী পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ও খোলা হয়েছে—

(সকলে এর ওর মুখ পানে তাকাচ্ছেন, কেউ বা প্রশংসা করছেন, কেউ বা হাঁসছেন)।

স্যার শঙ্কর। ভাল রথীন! তোমাদের এই পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি—কিন্তু ক'দিন—

উপেন্দ্র। সেই জন্যই ত কল্পনাকে যত শীঘ্র কাজে পরিণত করতে পারা যায় তা' আমাদেরই করতে হবে। আপনাদের আমি অনুরোধ করি, আপনারা ব্যক্তিগতভাবে হোক, রাষ্ট্রগতভাবে হোক, যে উপায়েই হোক্, সেবা মনোবৃত্তি নিয়ে দেশের শিল্প বাঁচান, অর্থসংকট সমস্যা দূর করুন—দূর করুন এই অন্ন চাই বস্ত্র চাই সমস্যাটাকে—বাঁচান এই উদ্বাস্তুদের—বাঁচান আমাদের মা ভাই বোনদের। গাঁয়ে গাঁয়ে, সহরে সহরে গড়ে উঠুক এরূপ প্রচেষ্টা—সেবাব্রত মনোবৃত্তি নিয়ে দাঁড়াক সকলে —আর কমিটি গড়ে কর্ম্মীদল নিয়ে দেশের কৃষি, দেশের কুটির শিল্পকে বাঁচাতে আপনারা সকলে বদ্ধপরিকর হোন—আসুন আমরা নূতন করে সাধনা করি—দেশের মা ভাই বোনদের বাঁচাই—যা'র যা' সাধ্য, আসুন আমরা তা' সভাপতি মহাশয়কে দান করি—

স্যার শঙ্কর। That is not so easy a problem to solve ; the idea is nevertheless good. তবে প্রফেসর! তুমি হচ্ছ সভাপতি —তুমি হচ্ছ বন্ধু! আমার একমাত্র বন্ধু! আর রথীন বীরেন উপেন এরা সব আমাদেরই ছেলে। ঝোঁকে পড়ে কিছু কাজ করতে চায় ভাল—সামান্য এক হাজার এক টাকার চেক দিচ্ছি, পরে দেখব কি করতে পারি।

যতীন। সভাপতি মহাশয় ও ডাক্তারবাবু! নতুন গাঁয়ে আমার যে জমি রয়েছে তা' হ'তে পঁচিশ বিঘা জমি যদি আপনাদের কাজে লাগে তা'হলে দেখে শুনে ব্যবস্থা করে নিতে হ'বে।

সভাপতি ও উপেন্দ্র। নিশ্চয়ই আমরা দেখে আসব।

রাধারমণ। আমরাও একবার উদ্বাস্তুদের ভিটে পরিদর্শন করে তা'দের জন্য কতটা কী করতে পারি, তা' বিবেচনা করে সভাপতি মহাশয়কে জানাব। কি বলেন সকলে ?

প্রঃ। বেশ ত—আপনারা সকলে দেখে আসুন—চলুন আমরাও যাব—সত্যই ত সমস্যা নিয়ে গালে হাত দিয়ে ভাবলে চলবে না—নামতে হবে পথে—সাধনা করতে হবে—সেবাব্রত মনোবৃত্তি নিয়ে সাধনা করতে হবে—দশ ও দেশকে বাঁচাতে হবে। quite right—আচ্ছা, আজ সভা ভঙ্গ হোক্।

(সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সকলে চলে গেলেন। স্যার শঙ্করপ্রসাদ প্রফেসরের ঘাড়ে হাত দিয়ে এগিয়ে এলেন)।

স্যার শঙ্কর। তুমি একজন জ্ঞানী, গুণী ব্যক্তি হ'য়ে এই বয়সে শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকেছ—আর এই সব ছেলেছোকরাদের প্রোগ্রামে মেতে উঠেছ! কোথায় এদের একটু শাসন করবে তা' নয়—যত সব! হুঁ—বীরেনের কৃষির দিকে ঝোঁক আছে দেখে তা'কে তোমারই কথায় পাঁচশো পঁচাত্তর বিঘা জমি কিনে তা'র নামে will পর্য্যন্ত করে দিলাম—আর তুমিও রথানের জন্য তিনশো পঁচিশ বিঘা প্লট নিলে—কোথায় agriculture করে বড় হ'বি, মানুষ হ'বি, তা' নয়, ছেলেরা যা'তা' problem নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে—হুঁ।

প্রঃ। ওহে শঙ্কর! ছেলেরা agricultureও করছে, আবার এসব

কাজও করছে। যা' করছে করুক, ক্ষতি কী ? মন্দ কিছু না করলেই হ'ল। Let them gain experience in life. অন্ততঃ যতক্ষণ তা'রা কাজ করবে ততক্ষণ আমাদের পরস্পরের সহায়তা হ'তে তা'রা যেন বঞ্চিত না হয়, বুঝলে শঙ্কর !

স্যার শঙ্কর। I see ! (হাঁসিয়া)। You also become a leader.
(উভয়ে হাসিতে লাগিলেন।)

নবম দৃশ্য

স্থান—রবীনের ড্রইং রুম। কাল—বৈকাল।

(রবীনের ক্লাবে 'মেবার পতন' নাটকটী অভিনীত হবে, তজ্জন্য রবীন রাণা অমর সিংহের ভূমিকাটী পুনরাবৃত্তি করিতেছে।)

রবীন। (পায়চারি করিতে করিতে)

"শান্ত হও ভগিনী ! তুমি আমার ভগ্নী, নারী, রাজকন্যা। তুমি যে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পার—সে দেশের রাজা, তাঁ'র ভাইও তা'র জন্য প্রাণ দিতে পারে। গোবিন্দ সিংহ, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও—সৈন্য সাজাও।···"হাজার হোক ডি, এল রায়ের ভাষা—এবারে মেবার পতনে রাণার ভূমিকায় publicকে মাতিয়ে দেব।

(পদ্ম চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে টেবিলে রাখল ও বীথি প্রবেশ করল।)

বীথি। (গলবস্ত্র হ'য়ে করজোড়ে) হে রাণা ! কল্পনা রাজ্য মেবার হ'তে দয়া করে, অনুগ্রহ করে, বাস্তবে বহরমপুরের এই ড্রইং রুমে নেমে আসতে আপনাকে আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি। মেবারের রাণা অমর সিংহ চা পান করতেন কিনা আমার সঠিক জানা নেই, কাজেই রবীনদা জ্ঞানে আমার দাদাকে চা পান করতে অনুরোধ করছি।

রবীন। আমিও, মানে—মেবারের রাণা অমর সিংহ বোনের এই প্রথম অনুরোধ রক্ষা করতে কল্পনা রাজ্য মেবার পরিত্যাগ করে বহরমপুরের ড্রইং রুমে নেমে এসে রবীনদা জ্ঞানে আমার ভগিনীকে চা দিতে অনুরোধ জানাচ্ছি—

বীথি। বাধিত হলাম দাদা! (বীথি চা ঢালিতে লাগল)

পদ্ম। আজ্ঞে ছোটদাদাবাবু! আপনি একাই নাটক দেখাইবেন? দেখুন, দিদিমণি আমাদের কেমন নাটক দেখাইয়াছেন, আজ্ঞে।

বীথি। পদ্ম! আমিও নাটক বুঝি কি বল!

পদ্ম। (সহাস্যে) আজ্ঞে নিশ্চয়—নিশ্চয়। (পদ্ম প্রস্থান করল।)

রবীন। (চা পান করতে করতে) ক'টা বেজেছে বীথি?

বীথি। পাঁচটা প্রায় বাজে! আজ ত তোমাদের 'মেবার পতন' হ'বে না?

রবীন। I see! দেরী হয়ে গেছে—আমি চললাম—মাকে বলো যে আমার রাতে ফিরতে একটু দেরী হবে। কেমন! (সুটকেশ গুছান ছিল, সে'টা নিয়ে রবীন প্রস্থান করল)

(বীথি দাদার পথ পানে তাকাইয়া ক্ষণপরে জানালা খুলিল ও পাশের একটি চেয়ারে বসিয়া দিগন্ত পানে চাহিয়া গান গাহিতে লাগিল)

গান

বীথি। সবার মাঝে সকল কাজে
প্রেমিক সে যে রয়।
প্রেমের কিরণ ছড়ায়ে ভুবনে
গাহি প্রেমের জয়॥

সাগর হারায় গগনের কোলে
গগন হারায় সাগরের জলে
প্রেমের পরশে পাষাণ যে গলে
নমি হে প্রেমময় ॥

(অনাদি চাকলাদার ইতিমধ্যে নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া এতক্ষণ গান শুনিতেছিলেন। গান শেষ হ'লে চটি খুলে গলায় চাদর জড়িয়ে ভগবদ্ উদ্দেশে বীথির সম্মুখে মাটীতে প্রণাম করিলেন। বীথি মনে করল যে সরকার মশাই বুঝি তা'কে প্রণাম করলেন, কাজেই অপ্রতিভ হয়ে সলজ্জে সরকার মশাইকে বলল)।

বীথি। এ কী কাজ দাদু ! ছিঃ ছিঃ ছিঃ ! তুমি আমাকে প্রণাম করে আমার পাপ বাড়ালে ! এ কী করলে দাদু !

অনাদি। মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়নি দিদিমণি—লেখাপড়া কম জানলেও জন্মজন্মান্তর ধরে যে চিরন্তন সনাতন ধর্ম্ম চলে আসছে সে ধর্ম্ম ভুলি নাই—মানুষের অন্তরে তাঁ'র বাস। মানুষকে প্রণাম করা মানে তাঁ'কে প্রণাম করা—শিবজ্ঞানে মানুষের সেবা, এই ত সনাতন ধর্ম্ম। হ্যাঁ ! দিদিমণি ! পরীক্ষা তো হয়ে গেল, এবার আনন্দ কর।

বীথি। হ্যাঁ, পরীক্ষা ত হ'ল, খবর কী বেরোয় দেখ।

অনাদি। দেখ দিদিমণি ! আমার কত্তাবাবু অনেক আগে যা'দের মাত্র দু' দিন করে সপ্তাহে পড়িয়েছিলেন তা'রা সব ভালভাবে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে আমার কত্তাবাবুকে প্রণাম করে গেছেন। তুমিও ভালভাবে পাশ করবে। হ্যাঁ, শীলা দিদিমণি কেমন পরীক্ষা দিল ?

বীথি। শীলার কথা বলো না। উপেনদার ছাত্রী ত ! শীলা ভালভাবে পাশ করবে।

অনাদি। হ্যাঁ! উপেনবাবু! সত্যকারের ডাক্তার বটে, সকল রোগেরই চিকিৎসা করেন, জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি। তবে আমাদের কর্তাবাবুও খুব ভাল লোক—খু-ব ভাল—

বীথি। তুমি বাবাকেই শুধু ভালবাস—আমাদের মোটে দেখতে পার না।

অনাদি। তোমাকে দেখে আর কী হবে বল দিদিমণি!

বীথি। কেন, আমি বুঝি তোমায় ভালবাসি না।

অনাদি। কৈ আর বাস দিদিমণি। নইলে এ বয়সে কি আর একা একা থাক্‌তে হ'ত—এতক্ষণ মালা বদল হয়ে যেত।

বীথি। উঃ সখ কত—

(এমন সময়ে স্যার শঙ্করপ্রসাদ প্রবেশ করলেন। উভয়ে স্যার শঙ্করপ্রসাদকে নমস্কার করল।)

স্যার শঙ্কর। প্রফেসর আছ না কী হে? প্রফেসর? (বীথি প্রণাম করল।) এসো মা। এসো! প্রফেসর কোথায় মা?

বীথি। বাবা উদ্বাস্তুদের জন্য জমি দেখতে গিয়েছেন।

স্যার শঙ্কর। লোকটা ক্ষেপেছে দেখছি—ছেলেরা ভাল মানুষ পেয়ে তা'কে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। তারপর, অনাদি কেমন আছ?

অনাদি। ভালই আছি বাবু! আপনি ভাল আছেন।

স্যার শঙ্কর। কেমন আছি ভাববার সময়ও নেই, অনাদি! মিল আর ফ্যাক্টরী, কাজ আর কাজ—আচ্ছা, আসি মা!

বীথি। ভিতরে চলুন কাকাবাবু!

স্যার শঙ্কর। না মা, আজ ভয়ানক কাজ—আর একদিন আসব—Cheer you.

দশম দৃশ্য

স্থান—রথীনের বাইরের ঘর। কাল—রাত্রি। (টেবিলের উপর আলো রয়েছে। স্পষ্ট আলোকে দেখা গেল, উপেন্দ্র ও রথীন, পাশাপাশি দু'টী চেয়ারে বসে টেবিলের উপর যতীনবাবুর জমির প্ল্যানটা রেখে, আলাপ আলোচনা করিতেছে।)

উপেন্দ্র। যতীনবাবুর জমিটায় অন্ততঃ পঁচিশটি উদ্বাস্তুদের ভালভাবে বসান যাবে, কী বল?

রথীন। হ্যাঁ, তা' পারব! কিন্তু উপেনদা, রাস্তাঘাটে রেলস্টেশনে কত শত উদ্বাস্তুই না তিলে তিলে মরণের মুখোমুখি হচ্ছে! আমাদের মা ভাই বোনদের এই দুর্গতি আর দেখা যায় না!

উপেন্দ্র। জার্ম্মানীর 'জু'দের মত Nomadic tribe হ'য়ে দুর দুর করে তাড়া খেয়ে, আজ এখানে, কাল সেখানে, মাথা গুজবার জায়গার জন্য, কি অবস্থায় এইসব উদ্বাস্তুরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, সবাই ত চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছি। রাষ্ট্রগত Rehalitation scheme, অত্যন্ত স্বল্প-পরিসরে এগুলে, একদিকে, যেমন সমাস্যাটার দ্রুত সমাধানে ব্যাঘাত ঘটবে, অন্যদিকে, রাষ্ট্রগতভাবে যদি জমি বা অর্থের জন্য জমিদার বা ধনীক শ্রেণীদের উপর একটু চাপ পড়ে, তাহলেই, রাষ্ট্রের কুৎসা গাইতে, আমরাই কোমর বেঁধে লেগে পড়ব। ব্যক্তিগত স্বার্থে আঘাত পড়্‌লেই সর্ব্বনাশ! আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে আরামে বসে কোয়া খাব। এতে আমরা কী পাচ্ছি? আমাদের এইরূপ দুর্ব্বলতায়, রাষ্ট্রগতভাবে উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে বিঘ্ন ঘটছে। তাই নয় কী?

রথীন। অথচ আমরা demand করি—Democracy যা'র লক্ষ্য হচ্ছে, rule of the people, by the people, for thepeople

এই শব্দগুলি যে কত বড় দায়িত্বের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে একবার কী তা' ভেবে দেখেছি, উপেনদা ! সকলেই পণ্ডিত আমরা ! আজ কোন বিষয় নিয়ে হৈ চৈ করাটা আমাদের পক্ষে খুব সোজা—কিন্তু দায়ীত্বের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে চলবার বেলায় যত বিপদ। এটা অবশ্য সত্য কথা, যে, কোন কোন সময়ে, যুক্তি দিয়ে, দায়িত্ব নিয়ে, কার্য্যকরি সমাধানের পথে অগ্রসর হওয়াটাই একটা কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আর বর্ত্তমানে অর্থসংকট সমস্যাটাও বড় কম নয়।

উপেন্দ্র। সত্য কথা, রথীন, অর্থসংকট সমস্যা বর্ত্তমানে ভীষণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ওপর ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্বন্ধটা অহি নকুলের সম্বন্ধ হ'য়ে দাঁড়ালেই, বিক্ষোভ ও অশান্তির বিভীষিকা মূর্ত্তি দেখা দেবে। আসল কথা কী জান রথীন ! ভালবাসা—ভালবাসা চাই—দেশকে ভালবাসা চাই।' ব্যক্তিগত ভাবে, ও রাষ্ট্রগত ভাবে, দেশকে ভালবাসতে হবে। এই অর্থ সঙ্কটের দিনেও, বাজে খরচ, আমরাও বড় কম করি না। দেখ না, যে কোন পূজা পার্ব্বণে—প্রতিমার জন্য, আমোদ-প্রমোদের জন্য, শত শত প্রতিষ্ঠান, ন্যূনতম ছয় শত টাকা হ'তে আরম্ভ করে পনর, বিশ, পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় করে। অবশ্য শিক্ষামূলক প্রদর্শনী ও দরিদ্র সেবা স্বরূপ কিছু ভাল কাজেও ব্যয় করা হয়। প্রত্যেকটি পূজা পার্ব্বণের এই যে স্বাভাবিক আনন্দের ধারা—এই ধারাবাহিক আনন্দের ধারাটার যদি সম্পূর্ণ মোড় ঘুরে যায় মানুষের সেবার জন্য—উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানের জন্য বা যে কোন সংগঠনমূলক কাজের জন্য, যেমন ধর, পল্লীসংস্কার, দেশের কৃষি ও কুটীর শিল্পের উন্নয়ন মূলক কার্য্যে যদি আমরা এই মোটা মোটা টাকা প্রত্যেক পূজা পার্ব্বণে আদায় করে দশ ও দেশকে পূজা করতে পারতাম,

সেবা মনোবৃত্তি নিয়ে সদ্ব্যবহার করতে পারতাম ত'াহলে কী আনন্দের বিষয় হ'ত, ভাবত ?

রথীন। সত্যই উপেনদা! সেবাব্রত উদযাপনের আনন্দে, আজ যদি দেশের নরনারী একবার মেতে উঠে—দশজনের মুখে ফুটে উঠে হাঁসি—আর দেশও ধন্য হয়! দিন দিন অর্থসংকট সমস্যা বেড়েই চলেছে। অর্থসংস্থানের উপায় উদ্ভাবন যেমন করতেই হবে, তেমনি সময়োপযোগী সদ্ব্যবহারও করতে হবে। আজ আমাদের কি দুর্দ্দশা!

উপেন্দ্র। সব বুঝে শুনে বিজাতীয় রাজ হাত গুটিয়ে এ'দেশ তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছেন—আর Apple of Discord এর বীজ সুনিপুণ ভাবে বপন করে গিয়েছেন। এখন আমরা স্বাধীন হয়েছি, সজাগ সচেতন হয়ে এই Apple of Discord এর বীজ,—যা' আজ মহীরূহে পরিণত হয়ে উঠেছে—তাকে সমূলে নির্ম্মূল করতে হবে। পরস্পর পরস্পরের এই ঘরোয়া কলহ—অন্তর্দ্বন্দ্ব অচিরে উম্মুলিত করতে হবে—এক হ'তে হবে। ভালবাসা চাই—শকুনের চোখ দিয়ে বিচার করলে চল্‌বে না—সত্যকারের মানুষ আমরা—সাধনা করতে হবে, কিসে আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারি—একজাতি হ'য়ে গড়ে উঠতে পারি—এক স্বার্থ নিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারি—আর সেই স্বার্থ হচ্ছে দেশের স্বার্থ।

রথীন। দেশের কৃষি, দেশের কুটির শিল্প উন্নয়নের কার্য্যকরী পরিকল্পনা কোথায় ? কোথায় সাধনা !

উপেন্দ্র। বাস্তবজীবনে দৈনন্দিনের ঘটনাবলিকে অনুশীলন করে, বিচার করে দেখ্‌তে হবে, রথীন ! আরাম কেদারায় বসে, জল্পনা কল্পনার সময়, এখন নয়। Stern realities কে face করতে হবে। দেশের কৃষি, দেশের কুটির শিল্প উন্নয়ন করে অর্থসংস্থানের উপায় উদ্ভাবন করতেই

হবে। এখনও দেশে ম্যালেরিয়া আছে ? বন জঙ্গলে ডোবায় ভর্ত্তি এখনও অনেক জমি রয়েছে। কৃষির জন্য ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রগত চাপ দেওয়া চাই। যা'তে এ'সব জমিতে ফসল ফলান যায় তা'র ব্যবস্থা করা দরকার। বড় বড় Industry গড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে, যা'তে, ভালভাবে, cottage Industry গড়ে ওঠে, সেদিকে নজর থাকা চাই—চাই সাধনা। দেশের সমৃদ্ধি হচ্ছে নদা ! অথচ আজিমগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ হ'তে পলাশী পর্য্যন্ত কিংবা আরও নেমে এসে বাংলার ভাগীরথীকে দেখলে বুক শুকিয়ে যায়। বর্ষাকাল ছাড়া, যে কোন সময়ে, ভাগীরথীর দিকে চেয়ে দেখ্‌লে, দেখতে পাবে—ভাগীরথী, শুকিয়ে, যেন পুকুরের মত বদ্ধজলা হ'য়ে রয়েছে। এই গঙ্গায়, বারো মাস যা'তে স্রোত বয়—যা'তে বাণিজ্যের সুবিধা হয়—যা'তে ভাগীরথীর দু'পাশে কৃষি উন্নয়নের সুব্যবস্থা হয়, সে লক্ষ্য কোথায় ? যেমন করে পার, যে ভাবে পার, গঙ্গার মোহনা কেটে, ভাগীরথীর বুকে স্রোত বইয়ে দাও—সমাধান কর। এইরূপে ব্যবসা বাণিজ্য কৃষি সকল দিকে নজর রেখে দূর করতেই হবে এই অর্থসংকট সমস্যাটাকে।

রথীন। যত চাপ, যত দায়িত্বের বোঝা এসে পড়েছে এই মধ্যবিত্ত পরিবারের উপর, অথচ অর্থ সংস্থানের কোন ব্যাপকভাবে উপায় উদ্ভাবন করতে না পারলে যে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্বটুকু থাকবে বলে মনে হয় না।

উপেন্দ্র। অথচ চেয়ে দেখ, সর্ব্বদেশেই এই মধ্যবিত্তশ্রেণী হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড। সরকারি দপ্তরখানা হ'তে আরম্ভ করে দেশের সাহিত্য, দেশের বিজ্ঞান, দেশের কৃষি, দেশের শিল্প, দেশের সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে এই মধ্যবিত্তশ্রেণী। এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর পরিশ্রমের দ্বারা, তা'দের বুকের

রক্তের দ্বারাই গড়ে উঠেছে সর্ব্বদেশের শক্তি ও সমৃদ্ধি ! তাই ত সকল জাতিই দুঃখ দরদ দিয়ে প্রাণপণে বাঁচাতে চেষ্টা করে এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে—সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিলাস পরিত্যাগ করে মধ্যবিত্তশ্রেণীর শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে সকল দেশের সকল জাতি আজ উন্মুখ হয়ে উঠেছে। দেশের স্বার্থকে তা'রা সম্মান করেছে, সমাদর করেছে, প্রত্যেকের মনে জাগিয়ে তুলেছে দেশাত্মবোধ, দেশপ্রেম। দু'টো বুলি দিয়ে নয়—বুকনি দিয়ে নয়—ত্যাগ স্বীকার করে – সাধনা করে—তা'রা প্রত্যেককে ত্যাগ স্বীকার করতে শিখিয়েছে—সাধনা করতে শিখিয়েছে। তা'রা দিবারাত্র দশ ও দেশের জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে, দশজনকে পরিশ্রম করবার প্রেরণা জুগিয়েছে—তবে ত গড়ে উঠেছে দেশে দেশে সজাগ সচেতন সমাজ—শক্তি আর সমৃদ্ধি।

রথীন। আমাদের এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর দিকে তাকালে বুক ফেটে যায়। ঘরে ঘরে অভাব অনটন দৈন্য দেখা দিয়ে মুহ্যমান ও পঙ্গু করে ফেলেছে এই মধ্যবিত্তশ্রেণীকে।

উপেন্দ্র। বাংলার এই মধ্যবিত্তশ্রেণী চাপে পড়ে ধোপার ঘরে গাধার মত হয়ে আছে—মুখ বুজে মোট বয়েই চলেছে। এ বিষয়ে দেশের টনক না নড়লে আমাদের মহাসঙ্কটে মহাসমস্যায় একদিন পড়তেই হবে। দেশের জন্য দশজনকে যেমন পরিশ্রম করতে হবে, তেমনি রাষ্ট্রকে সর্ব্ব-প্রকারে দশজনের সুখ সুবিধাকে দেখতে হবে। নইলে বিক্ষোভের অন্ত থাকবে না। তাইত চাই সাধনা—সুরু করতে হবে সাধনা।

(এমন সময়ে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে পদ্ম ও পশ্চাতে বীথি প্রবেশ করল। বীথি চা ঢালিয়া উপেন্দ্র ও রথীনকে দিল এবং উপেন্দ্র ও বীথিকে চা ঢালিয়া দিতে লাগলেন)

উপেন্দ্র। এই যে বীথি ! কোথায় ছিলে ?

বীথি। (সলজ্জে) আড়াল হতে আপনাদের আলাপ আলোচনা শুনছিলাম।

উপেন্দ্র। (মৃদু হাসিয়া) গোপনে অপরের আলাপ আলোচনা শোনা ভাল কথা নয় !

বীথি। অবশ্য বিষয়বস্তু গোপনীয় হ'লে এ'কথা খাটে।

উপেন্দ্র। বীথি ! যুক্তিতর্কে আমি তোমাদের কাছে হার মানি। আমি দেখছি, যুক্তি-তর্কে নারী পুরুষের থেকে কোন অংশে কম নয়।

বীথি। স্বীকার করছেন উপেনদা যে, জগতে নারীরাও পুরুষের সমতালে পা ফেলে সমাজে চল্‌তে পারে ?

উপেন্দ্র। কোনদিনও অস্বীকার করিনি। কাজেই নূতন করে স্বীকার করবার কোন প্রয়োজন আছে কী ? নারী শক্তিস্বরূপা—শক্তির প্রকৃত পূজা করতে পার্‌লে, শক্তির প্রকৃত সেবা কর্‌তে পার্‌লে দেশে দেশে প্রকৃত শক্তি ওঠে জেগে—আর ব্যভিচারে, শক্তির অপব্যয়ে, দেশের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ্বংসী কালের করালকবলে ম্রিয়মাণ হয়েছে ও হ'বেও !

(অলক্ষ্যে প্রফেসর প্রবেশ ক'রে উপেন্দ্রর কথা শুনছিলেন)

প্রঃ। নারী শক্তিস্বরূপা ! The fountain head of energy ! খুব সত্য কথা, উপেন ! (এমন সময় মায়া দেবী প্রবেশ করলেন ও রথীন ও বীথি অপর পার্শ্ব দিয়ে প্রস্থান করল।)

(মায়াদেবীকে সঙ্কেত করিয়া) জীবনে তোমার এই কাকীমার সঙ্গে সঙ্গ করেই তত্ত্বটা হৃদয়ঙ্গম করেছি।

উপেন্দ্র। কাকীমার মত মানুষ সংসারে বিরল !

মায়া। এ জগতে যাঁ'রা সত্যকারের জ্ঞানী ও প্রকৃত গুণী ব্যক্তি, তাঁ'দের চোখে অপরের দোষটুকু কোন দিনও ধরা পড়ে না—দোষ দেখবার অবকাশ যে তাঁ'দের নেই। প্রেমের পুণ্য পরশে ধুয়ে গেছে, মুছে গেছে তাঁ'দের অন্তর হ'তে মোহকলিকা—তাই ত তাঁ'দের সহজ সরল দৃষ্টিতে আছে প্রেম—আছে ভালবাসা। (উপেন্দ্র ও প্রফেসরকে লক্ষ্য করিয়া)

তোমাদের মত মানুষের সংস্পর্শে আমাদের মত অমানুষও মানুষ হ'বার সুযোগ পায়, তাই ত তোমাদের দেখলেও আনন্দ জাগে।

উপেন্দ্র। আর আপনার মত কাকীমার স্নেহের পবিত্র পরশ না পেলে আজ উপেনও জীবনে দাঁড়া'তে পা'রত না। ভুলে যাচ্ছেন কেন কাকীমা, যখন অনশন ব্রত নিয়ে জীর্ণ শীর্ণ হ'ল শরীর, দারুণ জ্বরে অচৈতন্য অবস্থায় জেলখানা হ'তে ছাড়া পেলাম, তখন সেই রুগ্ন অসহায় অবস্থায় আমায় বাঁচিয়ে তুলতে আপনি ও শীলার মা কী যত্ন, কী সেবা, কী পরিশ্রমই না করেছিলেন! আপনারাই আমাকে সেবা করে শিখিয়েছেন মানুষের সেবা করতে—আপনারাই অযাচিত স্নেহে আমায় মানুষ করে শিখিয়েছেন মানুষকে ভালবাসতে। আপনি আছেন বলেই আজও কাকাবাবু এত কাজ করবার সুযোগ পাচ্ছেন।

প্রঃ। মামলায় আমাদের জিত হয়েছে, মায়া!

মায়া। কিসের মামলা?

প্রঃ। এই যে তুমি বল্‌ছিলে, তোমাদের মত অমানুষ—

মায়া। (হাঁসিয়া) আমরা ত অমানুষ বটেই!

প্রঃ। না, না, তোমরা অমানুষ মোটেই নও। উপেন যুক্তি প্রমাণ দিয়ে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে যে নারী শক্তিস্বরূপা—Keynote of inspiration। তোমরা অমানুষ মোটেই নও। তোমাদের হার হল।

মায়া। আমরাও তাই চাই !

প্রঃ। কী চাও তোমরা ?

মায়া। জীবন সংগ্রামে মানুষ তোমরা—পুরুষ তোমরা—তোমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশে—তোমাদের পৌরুষত্বের জয়গানে ধন্য হোক বাংলা—ধন্য হোক ভারত—জয় হোক তোমাদের, আর তোমাদের পাশে দাঁড়িয়ে নারী আমরা—তোমাদেরই জয়গান করে ধন্য হই—সার্থক হোক আমাদের জীবন।

(উপেন্দ্র মায়া দেবীর পদতলে নতজানু হয়ে করজোড়ে প্রার্থনা করলেন)

উপেন্দ্র। আশীর্ব্বাদ করুন, কাকীমা, যেন আপনাদের মত শক্তির পূত পবিত্র অভয় করপরশে—আপনাদের শুভ প্রেরণায় জেগে ওঠে সারা বাংলা—জেগে ওঠে সারা ভারত, আর জগতের মাঝে যেন একদিন তা'রা পায় শ্রেষ্ঠ আসন।

(মায়াদেবী উপেনের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন)

প্রঃ। উপেন ! তোমার মত শত সহস্র সন্তান যেন বাংলার তথা ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে ওঠে জেগে—তোমার মত শত শত কর্ম্মী—প্রকৃত নেতা প্রসব করে যেন আমাদের এ সোনার বাংলা ধন্য হয় ! হে সেবাব্রতী ! হে প্রগতির অগ্রদূত ! তোমাদের জয় হোক, উপেন !

একাদশ দৃশ্য

স্থান—বীরেনের ড্রইংরুম। কাল—সকাল।

(বীরেন খবরের কাগজ পড়ছে—শীলা বীরেনের জামা কাপড় গুছিয়ে রাখছে। এমন সময় এ' বাড়ীর ভৃত্য ঋষি চা বিস্কুটের সরঞ্জাম নিয়ে

প্রবেশ করল। ঋষির মুখে সকল সময় হাসি লেগেই আছে—খুব চটপটে গোছের লোক।)

ঋষি। দাদাবাবু, চা দেওয়া হয়েছে।

বীরেন। (খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে সহাস্যে) চা এসেছেন!

ঋষি। (হাসিয়া) হ্যাঁ, দাদাবাবু। কাল রাতে আশুবাবু আপনার খোঁজ করছিলেন।

বীরেন। (অবাক হয়ে) আশুবাবু! (ক্ষণেক ভাবিয়া) শ্রমিকদের সেক্রেটারী! ওঃ—হো—আমার সঙ্গে নয়, বোধ হয় বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

ঋষি। (হাসিয়া) আজ্ঞে না, দাদাবাবু! কত্তাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন নাই। আপনারই খোঁজ করছিলেন। আমি বললাম যে দাদাবাবু বেরিয়ে গেছেন।

বীরেন। ভালই করেছ—

ঋষি। (হাসিয়া) দিদিমণি! আপনার চা—

বীরেন। ঋষি! তোমায় দেখে আমার খুব হিংসা হয়!

ঋষি। দাদাবাবু কী যে বলেন!

বীরেন। দেখ শীলা! ঋষির মুখে হাসি যেন লেগেই আছে। এমনি সকল কাজের মধ্যে Miller of the Dee কে গুন গুন করে গান গাইতে দেখে রাজাও হিংসা করতেন। ঋষির মুখের হাসি দেখলে আমারও হিংসা হয়। মনে হয়—সুখে দুঃখে সকল সময় যদি ঋষির মত হাসতে পারতাম, মনটা হাল্কা হত। কী বল ঋষি?

(ঋষি একটু আগেই ভিতরে চলে গেছে।)

শীলা। কোথায় তোমার ঋষি—দাদা! যঃ পলায়তি স জীবতি।

বীরেন। মানে—

শীলা। মানে, ঋষি তোমার জ্বালায় পালিয়ে বেঁচেছে।

(এমন সময়ে প্রফেসর 'শঙ্কর বাড়ী আছ' বলে ভিতরে প্রবেশ করলেন।)

শীলা ও বীরেন। কাকাবাবু! (উভয়ে প্রফেসরকে প্রণাম করল)।

প্রঃ। এস বাবা! এস মা! (আশীর্ব্বাদ করলেন) হ্যাঁ মা, শঙ্কর কোথায়!

শীলা। বাবা বেরিয়ে গেছেন, কাকাবাবু।

প্রঃ। বেরিয়ে গেছে! হ্যাঁ, রথীন এখানে আসেনি?

শীলা। না কাকাবাবু! রথীনদার আসবার কথা আছে—একসঙ্গে মোড়লপাড়ার উদ্বাস্তুদের তত্ত্বাবধানে যাবার কথা আছে কিনা?

প্রঃ। ও—হো—I see! তা'হলে চলে গেছে।

শীলা। কে চলে গেছে কাকাবাবু?

প্রঃ। তোমার রথীন দা।

শীলা। কোথায়?

প্রঃ। সেই উদ্বাস্তুদের পরিদর্শনে।

বীরেন। তা'হলে আমাদেরও এখুনি বেরুতে হয়।

প্রঃ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তোমরা তৈরী হও। আমিও যাই—উপেনের জন্য এই বুড়ো বয়সে কী খাটতে হচ্ছে! তবে হ্যাঁ—ভালও লাগছে। উপেন ত শুধু এ গাঁয়ের কেবলমাত্র একজন বিজ্ঞ সুচিকিৎসক নয়—প্রকৃত কর্ম্মী—and a leader too!

বীরেন। কী রকম ধীর, স্থির, আর বিবেচক মানুষ উপেন দা!

প্রঃ। মেপে কথা বলে উপেন, আর কাজ করে ঢের বেশী।

যে কোন সমস্যাটাকে নিয়ে তলিয়ে দেখে সমাধানের পথে—আর মতের অমিল হ'লেও কাউকে সে অবজ্ঞা করে না। আজকাল প্রায় দেখি, আসল সমস্যাটাকে সবাই ফেলে দিয়ে নিজস্ব মত আর পথ নিয়ে চলে বলে আমাদের মধ্যে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি মতে না মিলল ত ভাঙ্গ মাথা! স্ব স্ব মত ও পথের বাহাদুরিতে না মেতে সত্যকারের আদর্শকে লক্ষ্য রাখ—কিসে দশ ও দেশের কল্যাণ হবে—কী করে আমরা প্রকৃত স্বাধীনতা উপভোগ করব—তার জন্য সাধনা কর। নেতা! হুঁ, নেতা! অমনি হলেই হলো! ল্যাজে পা পড়লেই লাফিয়ে ওঠ আর জনগণকে শেখাও স্বার্থত্যাগ করতে! নেতা! হুঁ!

বীরেন। কিন্তু উপেন দা?

প্রঃ। আমাদের উপেন হচ্ছে সমন্বয়বাদী পুরুষ হে! Really a leader. তা'র দেশাত্মবোধ আছে—তা'র আছে wonderful spirit of tolerance—আর সবচেয়ে বড় গুণ তার আছে—innate insight—মতের গরমিল হ'লেও অপরের মতকেও সে শ্রদ্ধা করে—এমন কি, মেনেও নেয়, যদি বোঝে যে সে মত বা পথেও আদর্শের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। Leader he is and a good leader no doubt.

দ্বাদশ দৃশ্য

স্থান—মোড়লপাড়ার উদ্বাস্তুদের ভিটে। কাল—সকাল।

(জমিদার যতীন জোয়ারদার, কালীচরণ ঘোষ এবং ধনী ও ব্যবসাদার রাধারমণ ও শিবপ্রসাদ এবং সহরের আরও দু'চারটী ভদ্রেমহোদয়গণ উদ্বাস্তুভিটে পরিদর্শন করছেন। সঙ্গে রথীন, বীরেন,

বীথি, শীলা, উপেন্দ্র ও প্রফেসর রয়েছেন। উদ্বাস্তুদের ভিটে পরিদর্শন করতে করতে জমিদার যতীনবাবু উচ্চ প্রশংসা করলেন—এটা বুঝি বিদ্যালয়? একজন উত্তর দিলেন। আজ্ঞে হ্যাঁ।)

(স্পষ্ট আলোকে দেখা গেল, দু'টী ভিটা পাশাপাশি রয়েছে ও উদ্বাস্তু শিবচরণ ও নিবারণ বাস ক'রছে। একটা ঝুড়িতে লাউ কুমড়া, কুমড়ার ডাঁটা, ঢ্যাঁরস, কাঁচকলার কাঁদি, লালনটে ইত্যাদি রয়েছে—আর একদিকে গামছা, তাঁতের কাপড় একটা টুলে গোছান রয়েছে। লোক-জনদের আসতে দেখে নিবারণ হাঁক পাড়ল।)

নিবারণ। এই কালু! পেন্তি! তোরা গেলি কোথা?

যতীন। থাক্—থাক্—খেলছে খেলুক! এইসব তরিতরকারি বুঝি ক্ষেতের?

নিবারণ। আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু।

রাধারমণ। ঐ সব তাঁতের কাপড় গামছা—

শিবচরণ। আমরা ঘরে ঘরে বুনি—নিজেদেরও চলে—কিছু বিক্রয়ও করি।

যতীন। (একটী কাপড় লইয়া) কত দাম এ কাপড়ের?

শিবচরণ। আজ্ঞে, সাত টাকা, নয় টাকা, এগার টাকা, যেমন কাপড় হবে।

যতীন। এ কাপড় বিক্রী করবে?

শিবচরণ ও নিবারণ। আপনার পছন্দ হয়ে থাকে গ্রহণ করুন।

যতীন। (দু'টো দশ টাকার নোট বাহির করে শিবচরণের হাতে দিলেন।) এই নাও।

শিবচরণ। (টাকা লইয়া) আজ্ঞে, আর একখানা কাপড় নেন।

যতীন। আচ্ছা, আবার পরে নেব।

শিবচরণ। তা'হলে কুড়ি টাকা দিয়েছেন কেন বাবু ? নয় টাকা ত দাম।

যতীন। আচ্ছা—আচ্ছা। আবার আর একখানা পরে নেব।

শিবচরণ। আজ্ঞে, দামটা তখন দিবেন বাবু !

উপেন। দেখছেন ! গাঁয়ের সরল মানুষ এরা—অভাবে এদের স্বভাব সহসা নষ্ট হয় না।

প্রঃ। Quite so—Quite so.

যতীন। আচ্ছা, এ টাকা তোমাদের ছেলে-মেয়েদের মিষ্টি কিনে দিও। বাঃ, বাঃ, বেশ হয়েছে, ডাক্তারবাবু ! (রথীনদের উদ্দেশ্য করে) বেশ হয়েছে ভাই ! সত্যকারের কিছু কাজই হয়েছে !

উপেন্দ্র এতটুকু সংস্থান পেয়ে এইসব উদ্বাস্তরা ফিরে পেয়েছে জীবন। এই রকম শত শত নিরন্ন পরিবার অসহায়ের মত চেয়ে আছে আমাদের মুখের পানে। আসুন আপনারা—এদের সেবা করে দেশের এই মা-ভাই-বোনদের বাঁচাই !

প্রঃ। Right you are উপেন ! বাঙ্গালী বাঙ্গালীকে না দেখলে দেখবে কে ? আজ বাংলার প্রতি জেগে উঠুক বাঙ্গালীর টান। পরস্পর পরস্পরের প্রতি দ্বেষ, হিংসা, দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ করে এক হোক এই বাঙ্গালী—এক হোক সারা ভারত—উচ্চকণ্ঠে বীরদর্পে যেন আমরা বলতে পারি, আমরা ভারতবাসী।

= যবনিকা =

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—বহরমপুর—নরেশ মিত্রের বাটী। কাল—বৈকাল।

(কাপড়ের মিলের cashier ও শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি নরেশ মিত্র এবং শ্রমিক ইউনিয়নের সেক্রেটারী আশু বোস চেয়ারে বসে আছেন এবং দু'টী দু'পাশে বেঞ্চের উপর সুরেন, যোগেন প্রভৃতি শ্রমিক-দল বসে আছেন। বাহির হ'তে চিৎকার শোনা যাচ্ছে 'হাঁসপাতাল ভাল করা চাই'—Bed বাড়াতেই হবে—fit certificate দিতে ঘুষ নেওয়া চলবে না' 'আমাদের দাবী মানতে হবে' ইত্যাদি। কখনও কলরব, কখনও উচ্চ চিৎকার শোনা যাচ্ছে—কাপড়ের মিলের ইউনিয়নের সভা চলিতেছে)।

সুরেন। permanent হ'ব বলে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য আমাদের ডাক্তারের নিকট পাঠান হ'ল। Fit certificate দিতে ডাক্তার টাকা চান। মানে ঘুষ—আর ঘুষ না দিলে fit certificate report দিবেন না বলে শাসিয়েছেন। এ'সব যদি কর্ত্তৃপক্ষ ভালভাবে খোঁজ নেন, তা'হলে আমাদের এ সব দুর্গতি হয় না।

যোগেন। আমাদের হাঁসপাতাল ভাল করা চাই। ভাল ডাক্তার চাই, হাসপাতালের বেড কিছু বাড়ান চাই—সেবাব্রত নিয়ে যাতে হাঁস-পাতালের ডাক্তার রোগী দেখেন, কর্ত্তৃপক্ষের সেদিকে কড়া নজর চাই।

নরেশ। আপনাদের সেক্রেটারী এ বিষয়ে মালিকদের সঙ্গে দেখা করে জানিয়ে এসেছেন। তাঁ'দের নিকট হ'তে এখনও পর্য্যন্ত যখন

জবাব আসেনি—মনে হয়, এ বিষয় তাঁ'রা ভাবছেন, কাজেই আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হ'বে।

(বাহির হ'তে শোনা গেল 'জবাব চাই' 'জবাব চাই'।)

গ্রামের ডাক্তারবাবুকে আমরা এই সভায় আমন্ত্রণ করে পত্র দিয়েছি। তিনি হয়ত এখনই এসে পড়বেন। এবিষয়ে তাঁ'রও মতামত নেওয়া প্রয়োজন।

(এমন সময়ে উপেন্দ্রের প্রবেশ)

উপেন্দ্র। নমস্কার! এ সভায় আমায় আমন্ত্রণ করে যে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন, তাহা সময়মত না পাওয়ায় আমার এ সভায় যোগদান করতে একটু বিলম্ব হ'ল। তা'র জন্য ক্ষমা করবেন। আপনাদের চিঠিতে সমস্ত বিষয় অবগত হয়েছি। আপনারা আপনাদের অসুবিধা, অভিযোগের ন্যায্য দাবী আপনাদের মালিকদের জানিয়েছেন—কোন প্রত্যুত্তর পেয়েছেন কি ?

নরেশ। না, আমরা এখনও পর্য্যন্ত কোন উত্তর পাই নি।

(বাহির হ'তে কলরব শোনা গেল 'জবাব চাই', 'জবাব চাই', 'আমাদের দাবী মানতে হবে'।)

উপেন্দ্র। সভাপতির অনুমতি নিয়ে শ্রমিকদের জবাব আমি কি দিতে পারি ?

নরেশ। নিশ্চয়ই পারেন। শ্রমিকরা প্রায় সকলেই এ গাঁয়ের লোক আর আপনার দৌলতেই আজ তা'রা এখানকার কাপড়ের মিলে চাকরী পেয়েছে। আপনাকে এ গাঁয়ে ও এ সহরে সকলেই ভালবাসে। আমরাও আপনার মতামতের জন্য অপেক্ষা করছি।

উপেন্দ্র। (শ্রমিকদের লক্ষ্য করে) বন্ধুগণ ; আমার মনে হয়—

আপনাদের স্থায্য দাবী যখন মালিকদের জানান হয়েছে এবং মালিকদের নিকট হ'তে এখনও যখন জবাব আসেনি, তখন নিশ্চয়ই তাঁ'রা সুব্যবস্থা করবার জন্য চিন্তা করছেন। জবাব অবশ্য সময়মত পাবেন। কাজেই অনর্থক হৈঃ চৈঃ করবেন না। অনর্থক উত্তেজিত হয়ে অকারণে উত্তেজনার সৃষ্টি করবেন না—আপনারা এখন বাড়ী যান—

(সকলে চলিয়া গেল)

সভাপতি মশাই! আমার মনে হয়, আর এক সপ্তাহ অপেক্ষা করুন। যদি উত্তর না পান, তখন কি করা উচিত তা' বিবেচনা করা যাবে।

নরেশ। সেই ভাল। আজকের এই সভা ভঙ্গ হোক (সকলে সভাপতি মশাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বহরমপুর—নরেশ মিত্রের বাড়ীর পাশের সদর রাস্তা

কাল—বৈকাল।

(শ্রমিকদের সভাভঙ্গের পর উপেন্দ্র পথ দিয়া যাইতেছেন। এমন সময় পিছন হ'তে ম্যানেজার কার্ত্তিক বাঁড়ুজ্জ্যে অগ্রসর হ'য়ে উপেন্দ্রকে ডাকলেন। স্যার শঙ্কর প্রসাদের ম্যানেজার কার্ত্তিক বাঁড়ুজ্জ্যে অতিশয় কুটীল ব্যক্তি। তাঁর মুখে হাঁসি, কথা মিষ্টি, অন্তর বিষময়। তিনি অপরের ভাল সহ্য করতে পারেন না। অপরের সর্ব্বনাশ সাধনে ব্যগ্র এবং লাগানি ভাঙ্গানি প্রভৃতি উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা তাঁর চরিত্র গঠিত হয়েছে। ছোট থেকে বড় হলেই সাধারণতঃ যা'দের দম্ভ, অহমিকা প্রভৃতি Complex এসে দাঁড়ায়—ম্যানেজার তা'দেরই একজন।)

ম্যানেজার। ডাক্তারবাবু যে! নমস্কার!

উপেন্দ্র। ম্যানেজার মশাই যে! নমস্কার! হঠাৎ অসময়ে এ পথে—

ম্যানেজার। আপনিও আবার শ্রমিক সভায় যোগদান করেছেন দেখছি !

উপেন্দ্র। হ্যাঁ, এঁরা আমায় আমন্ত্রণ করেছিলেন! তাই একটু,—হ্যাঁ! আপনি হঠাৎ এদিকে কি মনে করে!

ম্যানেজার। আপনার একটু অসুবিধা মনে হচ্ছে, কি বলুন!

উপেন্দ্র। অসুবিধা হবে কেন? বরং পথটা একা একা যেতাম; আপনার সঙ্গ পেলাম। ভালই হল। আপনি হঠাৎ—

ম্যানেজার। আজ রবিবার, তা'ই একটু বেড়াচ্ছি। আপনাদের এদিককার হাওয়া বড় গরম করে দিয়েছেন। এ রকম হাওয়ায় বেড়ানও বড়ই বিপজ্জনক।

উপেন্দ্র। হাওয়া গরম! এ কি বলছেন আপনি ?

ম্যানেজার। কত আর চোখে ধুলি দেবেন ডাক্তারবাবু! মনে করবেন না যে জগতে আপনারাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি। বুদ্ধি কিছু কিছু আমরাও রাখি, তবে বুদ্ধির বড়াই করি না।

উপেন্দ্র। (উদাসভাবে) খুব ভাল, ম্যানেজার বাবু! বুদ্ধির বড়াই যে করেন না খুব ভাল—নইলে ধরা পড়ে যেতেন! আপনারা কাজ করেন আড়ালে, গোপনে—দশজনের সঙ্গে মিলে মিশে জীবনে কখনও ত চলেন নি—কাজেই চিত্তের প্রসারতা লাভ করবার সুযোগ অবহেলায় হারিয়েছেন—কাজের নামে। মানুষকে ভালবাসা, মানুষের সেবা করা যে সত্যকারের কাজ, এ'সব ধারণা ত করতে পারেন না। আচ্ছা, ম্যানেজার বাবু! এই তোষামুদে বিদ্যেটা কোত্থেকে শিখেছেন বলুন ত ?

ম্যানেজার। দেখুন উপেন্দ্রবাবু! সম্মান রেখে কথা কইবেন।

উপেন্দ্র। (হাসিয়া) ম্যানেজার বাবু! সম্মান পেতে হ'লে অপরকে সম্মান করবেন। সম্মান বস্তুটা এমন যে মানুষ নিজে না রাখতে জানলে অপরের ইচ্ছা থাকলেও একের সম্মান অপরে রাখতে পারে না। দু'টো মিষ্টি কথা বলে অপবকে সম্মান করুন বা নাই করুন, তা'তে বিশেষ আসে যায় না, অন্তর হ'তে পরকে সম্মান করতে শিখুন। দেখবেন আপনার সম্মান চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে।

ম্যানেজার। বড় বড় বক্তিমা আমরা অনেক শুনেছি। আমরা যাঁ'র নুন খাই, তাঁ'ব গুণ গাই। আপনাদের মত শিক্ষিত না হ'তে পারি —তবে অকৃতজ্ঞ নই। স্যার শঙ্কব প্রসাদের বাড়ীর মাষ্টাব আপনি। দেড়শত টাকা মাইনে পান। তাঁ'বা আপনাকে কত ভালবাসেন আর স্যার শঙ্কর প্রসাদের বিরুদ্ধে গাঁয়ের লোকদের—মিলের শ্রমিকদের—তাতিয়ে মাতিয়ে তুলছেন—মানে—'আমাদের দাবী মানতে হবে!' ইউনিয়ন গড়ে মাথা কিনেছেন এবা! মাইনে পাচ্ছ—কাজ কর! চাকুরী করতে এসেছ—চাকুরী কর! নিজেদের সুখ সুবিধা দেখতে হয়—জমিদারী করগে যাও! হুঁ, মালিককেই খুন! মানে, স্যার শঙ্করপ্রসাদের রক্ত চাই! ছিঃ, ছিঃ ছিঃ!

উপেন্দ্র। (হাসিয়া) চাকুরীই করছেন বটে! আপনাদের মত চাকুরিয়া আজও বেঁচে আছে বলেই দেশের এই দুর্গতি। সত্যই আপনাদের দেখলেও দুঃখ হয়। আপনারা ভদ্রলোক—লেখাপড়া শিখে চাকরী করছেন—ভাল! চাকুরীটাও ত কাজ—কাজ করে কি করে নিজে বড় হ'ব, সে লক্ষ্য আপনাদের আদৌ নেই। যা'রা কাজকে ভালবাসে, তা'রাই কাজ করে—অপরের পেছনে কাটী দেবার সময়

তা'দের নেই—তা'রা কাজ করে—তা'রা মুখে কথা বলে না। লাগানি ভাঙানি, পরের পেছনে কাটী দেওয়া বা মাষ্টারীগিরি ফলান কর্ম্মক্ষেত্রে তা'দের উন্নতির সোপান নয়। আপনাদের মুখে হাসি আর অন্তরে বিষ। এ বিষ অন্তরে বহন করে বিষিয়ে যাচ্ছে আপনাদের সর্ব্বাঙ্গ—আর অপরকে বিষিয়ে তুলছেন।

ম্যানেজার। (থতমতখেয়ে) আপনারই ভালোর জন্যেই বলছিলাম—

উপেন্দ্র। নিজের ভালো হ'বার রাস্তা দেখুন, ম্যানেজার বাবু! নিজে সৎ হন, ভদ্র হন। সবার সঙ্গে প্রাণখুলে কথা বলতে শিখুন, আলাপ করতে শিখুন। শিক্ষার গুণ গায়ে লেখা থাকে না, পরিচয় পাওয়া যায় ব্যবহারে! মন মুখ এক করতে শিখুন, ম্যানেজার বাবু! নইলে মুখোস খুলে গেলে স্বরূপ যখন ধরা পড়বে, তখন কুল ও মান দুইই রাখা দায় হ'বে বুঝেছেন। (উপেন্দ্রের প্রস্থান)

(রাগে কাণ লাল হয়ে ম্যানেজারের শরীর কাঁপতে লাগল।)

ম্যানেজার। খুব বুঝেছি—খুব বুঝেছি। এইবার তোমায় ভাল করে বুঝিয়ে দেব। মনে রেখ—আমি স্যার শঙ্কর প্রসাদের ম্যানেজার কাত্তিক বাঁড়ুজ্জ্যে।

তৃতীয় দৃশ্য

(স্যার শঙ্কর প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। বিশিষ্ট ধনী এবং একজন বড় Industrialist. অর্থই তাঁ'র জীবনের মুল উদ্দেশ্য; আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দান করেন। স্যার শঙ্করপ্রসাদের পিতা স্বর্গীয় অঘোর চট্টোপাধ্যায় বৃটিশ আমলে সাহেবের সুনজরে পড়ে যশ অর্থ মান সবই গুছিয়ে নিয়েছিলেন। স্যার শঙ্কর প্রসাদের চরিত্রে বৃটিশ আমল হ'তে

'স্যার' উপাধির যে ছোপ পড়েছিল, ক্রমপরিবর্ত্তনশীল দেশের আবহাওয়ায় তাঁ'র চরিত্রের পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। যুগের তালে চলতে না পারায় বিপরীত প্রতিক্রিয়াতে চুর্ণ বিচুর্ণ হয়েছে তাঁ'র প্রাণ। ধীমান বীরের নিকট তাঁ'র দম্ভ, অহমিকা ম্লান হয়ে পড়ে। তাঁ'র সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া বীণা দেবী ছিলেন শিক্ষিতা, তেজস্বিনী, দেশপ্রেমিকা—যিনি দিনান্তে দশের ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি কামনা না করে নিদ্রা যেতেন না—যিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতেন—প্রতিবাদের পর প্রতিবাদে সমূলে অন্যায়কে আঘাত করতে যিনি ছিলেন সিদ্ধহস্তা। কন্যা শীলা ও পুত্র বীরেনের চরিত্র ঠিক তা'দের মাতার মত ছিল। যা' কিছু ভাল তা' তারা গ্রহণ করে—অন্যায় তা'রা সয় না। উপেন্দ্রকে দেশের প্রকৃত কর্ম্মী হিসাবে, গাঁয়ের ভাল ডাক্তার হিসাবে তা'দের মা খুবই ভালবাসতেন। উপেন্দ্রর পরামর্শে তিনি চলতেন ও ছেলেমেয়েদের শিক্ষকরূপে তিনিই উপেন্দ্রকে এ বাড়ীতে বহাল করেছিলেন ও পুত্রের ন্যায় ব্যবহার করতেন।)

স্থান—বহরমপুর—স্যার শঙ্করপ্রসাদের অফিস ঘর। কাল—রাত্রি।

(টেবিলের উপর আলো রয়েছে। স্যার শঙ্করপ্রসাদ ও তাঁর মিলের অংশীদার রামজীলাল মিলের হাঁসপাতাল সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করছেন ও শ্রমিকদের অভিযোগ সম্বন্ধে বিবেচনা করছেন। রামজীলাল অতি শঠ ব্যক্তি। তাঁর গুপ্ত অনুচরের নিকট গুপ্ত সংবাদ গুলি সংগ্রহ করে কী উপায়ে তাঁ'র মতে দুষ্টের দমন করা যায় সে সম্বন্ধেও স্যার শঙ্করপ্রসাদের সঙ্গে পরামর্শ হচ্ছে।

স্যার শঙ্কর। শ্রমিক ইউনিয়নের সেক্রেটারীকে জানিয়ে দেওয়া যাক যে আমরা হাঁসপাতালের সম্বন্ধে সুব্যবস্থা নিশ্চয়ই করব।

রামজী। হাঁ, হাঁ, বাবুজী ! (শ্রমিকদের উদ্দেশ্য করে বললেন) তকলীফ্ কুছ হোয় তো মজদুরলোগ্ জরুর বোল্‌বে, আউর হামিলোগ্ ভি ধ্যান্ দেবে লেকেন দাবীকো বাত ছোড়না চাহিয়ে। (শশব্যস্ত ও বিরক্ত হ'য়ে) বাবুজী ! উপিন্‌বাবু হামিলোগদের তো জ্বালায়ে খেল।

স্যার শঙ্কর। উপেন্দ্রর সম্বন্ধে অনেক কথাই আমার কাণে এসেছে। ম্যানেজারকে উপেন্দ্রর কার্য্যকলাপের উপর একটু নজর রাখতে বলেছি। ম্যানেজারের নিকট রিপোর্ট পেলে—

রামজী। বাবুজী ! যো কানসে শুন্‌তা ওহি ঠিক্ হোতা। হামি সাচ্চা ইনফরমেশন পেয়েছি উপিন্‌বাবু মজদুর লোগদের ক্ষেপায়ে তুল্‌ছে। (উপেন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে) তুম্‌হি গাঁওকো ডাগ্‌তার আছ—হাতযশ আছে —হোমিপ্যাথি কর, বাবা ! তুমার কী দরকার পড়ল এই সব ঝঞ্ঝাট বাঁধাতে। হাঁসপাতালকো আইন কানুন সব গড়বড় করতে তুম্‌হি কেন কপনী পিন্‌কে লাগিয়েছ বাবা ! ডাগ্‌তার কে হামিলোগ্ ত কভি ঘুষ নিতে শেখায় নি ! দাবী—দাবী—দাবী ! (রাগতঃ) দাবীকো বাত লে'কে বাজার গরম করায়ে দিল—আউর হামিলোগ্‌দের দেমাগ্‌ভি গরম করায়ে দিল।

স্যার শঙ্কর। (রাগতঃ) আপনি কী উপেন্দ্রর সম্বন্ধে এই রকম কিছু শুনেছেন যে উপেন্দ্র—

রামজী। হাঁ—হাঁ—নেহি তো আউর বল্‌ছি কী বাবুজী ! আপনি উহার মাথাটা খাইয়েছেন। আজ দো তিন বরষ হামি উপিন্‌বাবুকো লিয়ে আপনাকে সাবধান করায়ে দিতেছি—আপনি ভি বাতটা শুনল না। আপনি হামাকে বলিয়েছেন উপিন্‌বাবু ভাল ছেলে আছে ! আভি ঠ্যালা

সামলান। ক্যায়সা ভাললোগ্ আছে আভি আপনি ভি দেখতেছেন—আউর হামাকে ভি ভোগায়ে মারল।

স্যার শঙ্কর। উপেন্দ্রর পরামর্শে অনেক সময় মিলের উন্নতি হয়েছে—সে'টা স্বীকার করতেই হবে। যুক্তি ও ন্যায়ের বিরোধ ঘটলে উপেন্দ্র যেমন আমাদেরকেও বোঝায়, তেমনি শ্রমিকদের—মানে—গাঁয়ের লোকদেরও বোঝায় ও নিয়ম মেনে চল্‌তে বলে।

রামজী। হ্যাঁ—হ্যাঁ—আভি খুব নিয়ম মান্‌ছে। খুব কানুন মানছে। গাঁও গাঁও দাবীকো বাত ছড়ায়ে কেমন গরম করায়ে দিতেছে। হামিলোগ্ মিল খুল্‌ল, ব্যবসা করতে, দানছত্তর করতে বসেনি ? আর তুমহি লোগ্ নকরী করতে এসে দাবী কো বাত শোনাও—আঁখ দেখলাও বেটা !

(এমন সময় বীরেন পাশ দিয়ে যাইতেছিল, রামজীর মুখে গাল শুনে ক্রুদ্ধ হ'য়ে প্রবেশ করল)

বীরেন। (রামজীকে) মানুষ নকড়ী করতে এসে মনুষ্যত্ব হারাতে চায় না ! (পরে পিতাকে উদ্দেশ্য করিয়া) বাবা ! এটা ভদ্রলোকের বাড়ী ! এ'বাড়ীতে যদি কেউ গালিগালাজ করে কথা বলে, তা'দের জায়গা এখানে—এ ঘরে নয়—তা'দের জায়গা—। থাক্, গালিগালাজ যে ভদ্রতা বিরুদ্ধ সেইটুকুই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। এ বাড়ীর সম্মান রক্ষা কর্‌তে ভুলবেন না—শুধু এইটুকু অনুরোধ আপনাকে জানাচ্ছি।

রামজী। (হাসিয়া) তবু ভাল খোকাবাবু ! দাবীকো বাত বলেন নাই। হামাদের নসীব ভাল আছে বোলতে হবে !

বীরেন। রামজী ! দাবী ত আছে বলেই ভদ্রতার খাতিরে প্রথমে সে'টা জানিয়ে দিই। সেটা না রাখলে তখন দাবী করি ! আর দাবী না মানলে প্রতিবাদ করতে সৎ সাহস রাখি।

রামজী। ন্যায্য অন্যায্য বিবেচনা ভি ত করবেন।

বীরেন। দাবী জানাবার আগেই সেটা বিবেচনা করে ন্যায্যের জন্যই মানুষ দাবী করে—সে দাবী যা'রা মানুষ, কেবল তা'রাই বুঝতে পারে !

রামজী। খোকাবাবু ! হামিলোগ্ মিল খুল্‌ল ব্যবসা কর্‌তে ! দান-ছত্তর করতে বসি নাই। উসী লিয়ে বড়া বড়া হাঁসপাতাল ভি রহিয়েছে।

বীরেন। যা'দের দৌলতে আপনারা গড়ছেন ইমারতের পর ইমারত—যাদের শোষণ করে Bank balance এর পাহাড় গড়ে তুলছেন—তা'রই যৎসামান্য অর্থ তা'রা দাবী করেছে সাধারণের সুবিধার জন্য। আচ্ছা, শেঠজী ! আপনারা মানুষগুলোকে কী ভাবেন বলুন ত ? তা'দের অন্ন নেই, বস্ত্র নেই। লাজ লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়ে পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য, কী হাড়ভাঙ্গা খাটনীই না তা'রা খাটে, তবু দু'বেলা দু'মুঠো পেটভরে খাবার সংস্থানও তা'দের জোটে না। আর আপনারা আরাম কেদারায় বসে বড় বড় বুক্‌নি দিয়ে মতলব ভাঁজছেন, কী করে তা'দের ন্যায্য দাবীকে avoid করা যায়। কী করে নিজেদের পকেট ভর্ত্তি হয় আপনাদের নজর শুধু সেই দিকেই—আর শুধু তা'ই নয়, তা'দের আবার গালিগালাজ করছেন।

স্যার শঙ্কর। Shut up ! Stop all these nonsensical talks—stop all these ! কেতাবী বুলি ! শিক্ষা ! সভ্যতা ! ভদ্রতা ! শিক্ষার না তোমরা গর্ব্ব কর ! শিক্ষা দেবার ছলে practically কতকগুলো slogans—মানে—বুক্‌নি আউড়িয়ে নিজেদের মাথা খাচ্ছ আর দশজনেরও মাথা খাচ্ছ। শিক্ষা ! এই সব বুলি আউড়িয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে চাও গণ্য মান্য গুরুজনদের বিপক্ষে ! manners জান তোমরা ? শিক্ষা ? কোথায় তোমার শিক্ষা ?

বীরেন। বাবা! আপনি ক্রোধে এতই উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন যে এ অবস্থায় আপনার সহিত শিক্ষা সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা সম্পূর্ণ নিস্ফল। আমার বক্তব্য শুধু এই যে—

স্যার শঙ্কর। Shut up, I say! বক্তব্য!

বীরেন। বাবা! অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা আমার অভ্যাস—আর সে শিক্ষা আমি আমার স্বর্গীয়া মায়ের নিকট পেয়েছি। সে ত আপনি জানেন। কাজেই অভদ্রোচিত ব্যবহারকে এ বাড়ীতে প্রশ্রয় দেবেন না, শুধু এইটুকু অনুরোধ করতে এসেছি। আর, উপেনদা ন্যায্য কথাই বলেন যে মালিক মানে 'অভিভাবক' আর অভিভাবকের সকল দায়িত্ব স্মরণ করে মালিকরা যদি মহাত্মাজীর সেবাব্রত কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করে, তা'হলে দশ ও দেশের মঙ্গলই হয়—ও নিজেদেরও মঙ্গল হয়। যাক্, যা' ভাল বোঝেন করুন। (বীরেন দ্রুত প্রস্থান করল)

রামজী। এঃ বাবা! ঘোড়ায় চড়ে ভি এল, ফিন্ ঘোড়ায় চড়ে ভি গেল! দাবী—দাবী—দাবী! গরম করে দিল—শরীর ভি কাঁপায়ে দিল!

স্যার শঙ্কর। (উদ্ধত ভাবে) দাবী! হুঁ!

রামজী। (চিৎকারে চম্‌কে উঠলেন) জেরা আস্তে বাবুজী! দাবীকো বাত ইতনা জোরে বল্‌নেসে হামারা নার্ভ গড়বড় হ'য়ে যায়।

স্যার শঙ্কর। Be steady, রামজী! Don't get nervous!

রামজী। (হাঁসিয়া) হ্যাঁ, হ্যাঁ। এইসি বাত বোল্‌নেসে বহুত steady মালুম দেতা। কাম হামিলোগ্ ভালবাসে—লেকেন দাবী হামিলোগ্ ভালবাসে না। নমস্তে, বাবুজী! দাবী! ওহি শয়তান! (বলিয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন।)

স্যার শঙ্কর। দাবী! (এমন সময়ে তাঁ'র ম্যানেজার কার্ত্তিক

বাঁড়ুজ্জে প্রবেশ করল। ম্যানেজারকে দেখিয়া) Well, Manager! উপেন্দ্রর বিষয় কিছু জানতে পারলেন?

ম্যানেজার। আর কী আপনাকে জানাব স্যার! আপনাকে কত করে বলেছি যে উপেন্দ্রবাবুকে সরিয়ে দিন—

স্যার শঙ্কর। (উৎকণ্ঠা ও ক্রোধে) Manager! উপেন্দ্রর সম্বন্ধে যা' জান্‌তে পেরেছেন, তা'ই বলুন।

ম্যানেজার। তাই ত বল্‌ছি, স্যার। ঐ হারামজাদাটা—আপনাকে খুন—

স্যার শঙ্কর। খুন!

ম্যানেজার। (স্যার শঙ্করপ্রসাদ উত্তেজিত হয়েছেন দেখে, আরও চড়া স্বরে বলতে লাগল) হাঁ। হ্যাঁ—স্যার! খুন করতে চায় আপনাকে—আপনার রক্ত চাই বলে শ্রমিকদের ক্ষেপাচ্ছে—আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম, নিজের কানে শুনে এলাম, স্যার! আর—

স্যার শঙ্কর। আর?

ম্যানেজার। (স্যার শঙ্করপ্রসাদকে উত্তেজিত করাইবার জন্য উৎসাহের সহিত বলতে লাগল।) আর উপেন্দ্রর মুখের উপর উপেন্দ্রকে শাসিয়ে এলাম, স্যার। আর বাবু বলে, খাতির করে নয়, স্যার—একেবারে নাম ধরে বলে দিলাম। উপেন্দ্র! তুমি সাবধান!

স্যার শঙ্কর। (শসব্যস্তে ও দারুণ উৎকণ্ঠার সহিত) আপনি উপেন্দ্রকে বল্‌তে শুনলেন যে সে আমাকে খুন করবার জন্য গাঁয়ের লোকদের ও শ্রমিকদের উত্তেজিত করছে?

ম্যানেজার। নিজের কানে শুনে এলাম, স্যার—উপেন্দ্র শ্রমিকদের বল্‌ছে—তোমরা একটার পর একটা দাবী করে স্যার শঙ্করপ্রসাদকে

উদ্ব্যস্ত করে তোল—যদি দাবী না রাখে ত মুণ্ড—হ্যাঁ—হ্যাঁ—মুণ্ডই উড়িয়ে দাও।

স্যার শঙ্কর। The Devil knows not where he strikes. I will whip him through and through. Manager !

ম্যানেজার। Yes, sir !

স্যার শঙ্কর। আজ থেকে আমার হুকুম—উপেন্দ্র যেন এ বাড়ীতে ঢুকতে না পারে !

(শীলা উপেন্দ্রর সম্বন্ধে বাবার এরূপ কথা শুনে প্রবেশ করল)

শীলা। (গম্ভীর ভাবে) ম্যানেজারবাবু ! আপনি যান। কী হয়েছে বাবা ?

(ম্যানেজারের প্রস্থান)

স্যার শঙ্কর। ঐ rascal উপেন্দ্র—

শীলা। বাবা—

স্যার শঙ্কর। হ্যাঁ—হ্যাঁ, ঐ rascal উপেন্দ্র যেন এ বাড়ীতে ঢুকতে না পারে। Do not allow him to enter the house—আমার হুকুম—যাও !

শীলা। বাবা ! এখানে মিলের শ্রমিকেরা বাস করে না যে তোমার ইচ্ছামত হুকুম জারি করে যথেচ্ছাচারিতা করবে। মনে রেখ যে তুমি আমাদের পিতা—আর এইটুকু মনে রেখ যে তোমার ছেলে-মেয়েরা বড় হয়েছে, ভালমন্দ বুঝতে শিখেছে।

স্যার শঙ্কর। (ক্রোধে ব্যঙ্গ করে) মানে—তুমি বলতে চাও যে প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ, কেমন ? তারপর বল্‌বে—দাবী ! কেমন !

শীলা। হ্যাঁ—মানে—মিত্রের মত আচরণ কর বা না কর, অন্ততঃ শত্রুর মত আচরণ কোরোনা!

স্যার। What? এ বাড়ীর কর্ত্তা কে?

শীলা। কর্ত্তা! অভিভাবক অবশ্যই তুমি!

স্যার শঙ্কর। তাহ'লে আমা: হুকুম অমান্য করে চলবার সাহস যেন কাহারো না জন্মায়।

শীলা। বাবা! এ বাড়ীতে মায়ের আমল হ'তে দু'টো গেট হয়েছে—একটা তোমার দিককার গেট, আর একটা আমাদের গেট! আজ থেকে তোমার দিককার গেট দিয়ে উপেনদাকে এ বাড়ীতে প্রবেশ করতে মানা করে দেব!

স্যার শঙ্কর। বটে! আমারই অমতে, আমারই বাড়ীতে, আমারই রক্তের দাবীদার—এই তোমাদের উপেনদা তোমাদের গেট দিয়ে প্রবেশ করবেন, কেমন?

(স্যার শঙ্করপ্রসাদ কলিং বেল টিপিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজার কার্ত্তিক বাঁড়ুজ্জে প্রবেশ করল।)

স্যার শঙ্কর। (ক্রোধে উন্মত্তের মত) একটা তালা চাবি চাই! You see! একটা তালা চাবি!

ম্যানেজার। (সোৎসাহে) এক্ষুনি এনে দিচ্ছি স্যার। একটা কেন, পাঁচটা তালা চাবী এনে দিচ্ছি।

স্যার শঙ্কর। Idiot! একটা—একটা বড় তালাচাবী চাই, বুঝলে!

ম্যানেজার। (থতমত খেয়ে) আজ্ঞে, হ্যাঁ স্যার! (দৌড়িয়া প্রস্থান করল এবং কিছুক্ষণ পরে তালাচাবী লইয়া পুনরায় প্রবেশ করল।)

স্যার শঙ্কর। (ক্রোধে ব্যঙ্গ করে) তোমাদের গেট! আজ থেকে তোমাদের গেট locked up থাকবে। ম্যানেজার! এস, তালাচাবি দিয়ে দাও ঐ গেটটায়—

(স্যার শঙ্করপ্রসাদ ও ম্যানেজার দ্রুত প্রস্থান করে তালাচাবি দিয়ে পুনরায় ফিরে এলেন)

(শীলা পিতার কার্য্যকলাপ রক্তাভ মূর্ত্তিতে অবলোকন করছিল।)

স্যার শঙ্কর। (শীলাকে উদ্দেশ্য করে) আজ থেকে এ বাড়ীতে একটা গেট খোলা থাক্‌বে—সে'টা আমার দিকের ঐ গেট—আর আজ থেকে এ বাড়ীতে একটা আইন মেনে চলতে হবে—সে'টা আমার আইন। You see! যাও! (শীলাকে নিরুত্তর দেখে প্রশ্ন করলেন।) কী, দাঁড়িয়ে রইলে যে?

শীলা। ভাবছি, এ বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করা আর উচিত হ'বে কি না!

স্যার। What?

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—স্যার শঙ্করপ্রসাদের বাটির গেট। কাল—রাত্রি।

(মঞ্চ ঘুরিল বা দৃশ্য পরিবর্ত্তন হল।)

(দেখা গেল গেটটায় তালাচাবী দেওয়া। বাহির হ'তে বীরেন প্রবেশ করে গেটটায় তালাচাবী দেওয়া দেখে অবাক হয়ে গেল ও শীলাকে ডাকতে লাগল।)

বীরেন। দরজা বন্ধ করলে কে? শীলা—শীলা!

শীলা। (ভিতর হ'তে) কে? দাদা! ও'দিককার গেট দিয়ে এস। এ'দিককার গেটে তালাচাবি পড়েছে।

বীরেন। তালাচাবী পড়েছে! কী ব্যাপার! (বীরেন চিন্তিতভাবে ভিতরে প্রবেশ করল।)

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—স্যার শঙ্করপ্রসাদের বাটী। কাল—রাত্রি।

(স্যার শঙ্করপ্রসাদ দণ্ডায়মান ও একপাশে শীলা ছলছলনেত্রে বীরেনের আগমনের অপেক্ষা করছে।)

স্যার শঙ্কর। যাও, ভিতরে যাও।

(এমন সময়ে বীরেনের প্রবেশ)

বীরেন। একি ! তোমার চোখে জল ! কী হয়েছে শীলা ?

শীলা। (চোখের জল মুছিতে মুছিতে ভারাক্রান্তভাবে) আজ থেকে উপেনদার এ বাড়ীতে প্রবেশ নিষেধ।

বীরেন। (অবাক হয়ে) মানে ?

শীলা। (গম্ভীরভাবে) মানে—বাবার হুকুম! আজ থেকে এ বাড়ীতে একটা গেট খোলা থাকবে—সে'টা বাবার দিকের গেট—আর আজ থেকে এ বাড়ীতে একটা আইন মেনে চলতে হ'বে—সে'টা বাবার আইন।

বীরেন। (গম্ভীরভাবে) বাবার আইন !

স্যার শঙ্কর। You understand ! যাও—দু'জনেই ভিতরে যাও !

বীরেন। তুমি কি করবে শীলা ! তোমার জন্যই ভাবনা ! আমি আর—

শীলা। হাঁ—আমিও আর এরূপ জুলুম মেনে চলতে পারব না।

বীরেন। বাড়ীতে জেলখানায় কয়েদির মত বাস করা অসম্ভব।

স্যার শঙ্কর। What ? তোমরা কি বলতে চাও ?

বীরেন। বুঝতে পারছ না, বাবা ? অপেক্ষা কর। বুঝতে পারবে—অবশ্যই পারবে ! এস শীলা ! (শীলার হাত ধরিয়া) এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাই চল। (উভয়কে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া রাগে স্যার শঙ্করপ্রসাদ চিৎকার করে উঠলেন।)

স্যার শঙ্কর। What do you mean by that ? চলে যাবে ? কোথায় ?

বীরেন। (গম্ভীরভাবে) তোমার জানবার দরকার নেই, বাবা ! বিদায়— (বীরেন ও শীলার প্রস্থান)

স্যার শঙ্কর। What ! You daıe to despise me. Rascals—you are all rascals ! শিক্ষা ! তোমাদের সকলকে শিক্ষা আমি দেবই ! এতদূর স্পর্দ্ধা ! All right.

(সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার হয়ে গেল)

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—বহরমপুর—উপেন্দ্রর কুটির। কাল—রাত্রি।

(স্পষ্ট আলোকে দেখা গেল দরজায় তালাচাবি লাগান রয়েছে। ভিতর হ'তে শীলা ও বীরেন, 'উপেন দা', 'উপেন দা' বলে ডাকছে। কিছুক্ষণ পরে উভয়ে প্রবেশ করল।)

বীরেন। একী ! দরজায় তালাচাবি লাগান !

শীলা। তবু—এ তালাচাবি খোলার সম্ভাবনা আছে দাদা। উপেন দা এখুনি এসে পড়বেন।

বীরেন। আমি ভাবছি শীলা !

শীলা। কি ভাবছ দাদা?

বীরেন। উপেনদাকে বিব্রত করা কি ভাল হবে। তা'র চেয়ে বরং—

শীলা। দাদা! মা বলতেন যে উপেনদা আমাদের বড় ভাই। আজ এ দুঃসময়ে উপেনদার বাড়ীতেই আমাদের থাকা উচিত। কোন লজ্জা—কোন সঙ্কোচ কর না দাদা! জান ত, বাবা চিরদিনই খামখেয়ালী—এরজন্য মা কতই না দুঃখ করতেন! খেয়ালের বসে বাবা যে কখন কি করে বসেন, তা বোঝা শক্ত। কাজেই এ সময়ে ধীর অথচ বীরের আশ্রয়ে থাকাই ভাল। অন্ততঃ বিপদে বুদ্ধিভ্রংশ হবে না।

বীরেন। শীলা!

শীলা। দাদা!

বীরেন। পূর্ব্বজন্মের অনেক সাধনা হয়ত ছিল বলেই আজ তোমার মত এমন বোন পেয়েছি।

শীলা। সৌভাগ্যটা কি আমারও কম দাদা! তোমার মত দাদা পেয়েছি। কার পায়ের শব্দ?

(উপেন্দ্র প্রবেশ করিয়া তালাচাবি খুললেন এবং অসময়ে শীলা ও বীরেনকে দেখে আশ্চর্য্য হলেন। ঘর থেকে চেয়ার টেবিল বাহির করতে লাগলেন এবং বীরেন শীলাও বেঞ্চি বাহির করতে লাগল।)

উপেন্দ্র। কি ব্যাপার?

শীলা। ব্যাপার একটু গুরুতর। বাড়ীতে আমাদের গেটটায় আজ থেকে তালাচাবি পড়েছে—

উপেন্দ্র। কেন?

শীলা। বাবার যথেচ্ছাচারিতা! খুসী খেয়ালমত যা' হুকুম করবেন

আমাদের তা'ই মান্‌তে হবে—কারণ, তিনি অভিভাবক ! আজ থেকে আপনারও আমাদের বাড়ীতে যাওয়া বন্ধ ।

উপেন্দ্র । তাতে আর এমন কি হয়েছে ।

বীরেন । না—আপনার তা'তে কোন ক্ষতি নেই । এরূপ স্বেচ্ছাচারিতা মেনে চলা আমার বা শীলার অভ্যাস নেই । বাড়ীতে জেলখানার কয়েদীর মত বাস করতে কখনও শিখিনি—আর তা' কোন দিনই পারব না ।

উপেন্দ্র । কী সর্ব্বনাশ ! তোমরা বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছ না কী ? ছিঃ, ছিঃ ! এত ছেলেমানুষি কর, এত ভুল কর !

বীরেন । এটা ছেলেমানুষী হল । নিজের বাড়ীতে স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করতে পারব না—এ'টা কী সামান্য কারণ ? মিল ফ্যাক্টরীর আবহাওয়া যদি বাড়ীর মধ্যে এসে পৌঁছায়, তা'হলে সেখানে আমাদের বাস করা কঠিন । We are quite grown up আমরা নিজেদের ভাল মন্দ বুঝতে শিখেছি ।

উপেন্দ্র । বুঝেছি বীরেন ! তবুও বাড়ী হ'তে এই ভাবে পালিয়ে আসার মনোবৃত্তিটাকে আমি পছন্দ করি না, বরং—

শীলা । ফিরে যাওয়া অসম্ভব, উপেনদা ! আর এটা আমাদেরই বড় ভাইয়ের বাড়ী । এখানে থাকবার অধিকার আমাদের সম্পূর্ণ আছে ও আমরা আজ থেকে এখানেই থাকব ।

উপেন্দ্র । সম্পূর্ণ অধিকার অবশ্যই তোমাদের আছে । তোমরা থাক এখানে—এ তোমাদেরই বাড়ী—তোমাদেরই ঘর—তবে—কি-না—

বীরেন । কুঁড়ে ঘর ! কেমন ! কাজেই আমাদের কষ্ট হবে !

কিন্তু আমাদের বড় ভাই যদি কুঁড়ে ঘরে বাস করতে পারে, তবে ছোট ভাই বোনেরাই বা কুঁড়ে ঘরে বাস করতে পারবে না কেন ?

(ইতিমধ্যে প্রফেসরের কাণে কথা পৌঁছে গেছে যে শীলা ও বীরেন বাড়ী হ'তে চলে গেছে। কাজেই এখানে সেখানে খোঁজ করে উপেন্দ্রের বাড়ীতে শীলা ও বীরেনের খোঁজ করতে এসেছেন। ভিতর হ'তে 'উপেন আছ, উপেন' বলে প্রফেসর ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং শীলা ও বীরেনকে দেখিয়া অভিমান সুরে বললেন।)

প্রঃ। যা' শুনেছি—তা'হলে সবই সত্য—শোনা কথা বড় একটা বিশ্বাস করি না। নিজের চোখে দেখে—নিজের কানে শুনে—তবে আমার শান্তি। আচ্ছা, বীরেন! আচ্ছা, মা! তোমরা মুখেই বুঝি আমাকে 'কাকাবাবু বল। যদি রাগ করে বাড়ী থেকে বেরিয়েছ ত আমার ওখানে গেলে না কেন ? শঙ্কর আমার বন্ধু! তোমরা দু'জনেই আমার ছেলেমেয়েদের সাথী। তোমরা আমার ছেলে মেয়ে—

উপেন্দ্র। কাকাবাবু! আমিও সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু, শীলা অধিকারের প্রশ্ন তুলে—

প্রঃ। তোমাদের উপর অধিকার কি আমার কম ?

শীলা। কাকাবাবু! অধিকার আপনার সম্পূর্ণ রয়েছে। মা বলতেন, উপেনদা আমাদের বড় ভাইয়ের মত—উপেনদা—

প্রঃ। আহা! উপেনও ত আমার পর নয়! কাছে পিঠে সব রয়েছি —জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি উপেন—কত বড় ডাক্তার—কত বড় কর্ম্মী— উপেনের উপর নির্ভর করে আমাকেও চলতে হয়। আমি কি উপেনকে ভালবাসি না ?

উপেন্দ্র। কাকাবাবু! (উপেন্দ্র অধোমুখে নীরব রহিলেন)

প্রঃ। বুঝেছি উপেন! নিরালায় কুঁড়ে ঘরে তুমি থাকতে ভালবাস। মহাত্মাজীর আশ্রয়ে থেকে সত্যকে তোমরা জীবনে উপলব্ধি করেছ। দারিদ্র্যকে তোমরা বন্ধুর মত আলিঙ্গন করতে শিখেছ, আর স্বেচ্ছায় দুঃখকে বরণ করে মানুষের সেবায়, দেশের সেবায়, জীবন উৎসর্গ করতে শিখেছ তোমরা। থাকো—উপেন, কুঁড়ে ঘরেই থাকো, আর শীলা ও বীরেনকে দেখো। আজ থেকে তোমাদের সকলকে দেখার অধিকার আমার—আজ থেকে তোমাদের ভার আমিই নিলাম।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—বহরমপুর—রামজীলালের গদী। কাল—সকাল।

(রামজীলাল কাজ করছেন। এমন সময় লছমন সিং দারোয়ান এসে খবর দিল যে সুরেন বাবু দেখা করতে চায়। রামজী সুরেনকে আসতে বললেন।)

সুরেন। নমস্তে, স্যার! আপনাদের চিঠি পেয়ে ইউনিয়নের লোকেরা খুব খুশী হয়েছে। তবে আশুবাবুর এখনও খুব দম্ভ আছে।

রামজী। আশুবাবু—ইউনিয়ন কা সিক্রিটারীবাবু!

সুরেন। হ্যাঁ স্যার। শ্রমিকদের মাঝে দল পাকিয়ে নেতা সেজে বসেছে। কি যে তা'র আসল মতলব, তা' বোঝা শক্ত। কোন মত বা পথের ঠিক নেই। আছে শুধু গোঁয়ার্তুমি, আর দল পাকান তা'র স্বভাব। তিনি যা' বুঝবেন তাই ঠিক। আর আমাদের সেইমত চলতেই হবে। পড়াশুনা কিছু করেছেন। কাজেই সব বিষয়ে নিজেকে পণ্ডিত মনে করেন। চেষ্টায় আছি স্যার—চেষ্টায় আছি। একবার জালে ফেলে তা'কে গুটোতে পারলে সব হৈ চৈ বন্ধ হ'য়ে যাবে।

রামজী। হ্যাঁ—হ্যাঁ। তুমলোগ্ কোশিশ কোরলে, কায়দা কোরলে কী না কোরতে পার বাবা! দল ভাঙিয়ে দাও—ইউনিয়নের অন্দর তুমলোগ্ ভি দল পাকাও। তুমলোগ্ দলে ভারি হোলে বিলকুল ঠিক্ হো যাবে—হামিলোগ্ ভি তুমাদের সুবিস্তা জিয়াদা দেখবে।

সুরেন। স্যার! আমাকে একটু দেখবেন স্যার। যাতে আমার সুবিধা হয় একটু—

রামজী। কুছু বোলতে হোবে না, সুরেনবাবু। হামিলোগ্ সব কুছ সমঝতা! একটো বন্দোবস্ত জরুর করায়ে দিবে। কুছু বোল্তে হোবে না। লেকেন ইউনিয়নকো তামাম ইনফরমেশন জানান চাই।

সুরেন। নিশ্চয়ই, স্যার। আজ পর্য্যন্ত কোন wrong information পেয়েছেন আমার কাছ থেকে।

রামজী। নেহি—নেহি। তুমলোগ্ আছ বলেই ত হামিলোগ্ ভী জিন্দা আছে—কারবার ভি আচ্ছা চালু আছে।

সুরেন। কিন্তু স্যার! আমার দিকে একটু দেখবেন, স্যার! নমস্তে!

রামজী। জরুর দেখবে—হামাদের সুবিস্তা তুমলোগ্ করছে আউর তুমলোগ্‌কে লিয়ে সুবিস্তা কেঁও নেহি কোরবে? জরুর কোরবে।

(সুরেনের প্রস্থান)

(কলিংবেলের আওয়াজ শোনা গেল। রামজী ভিতরে আসতে বলিলেন। শসব্যস্তে স্যার শঙ্করপ্রসাদ প্রবেশ করলেন)

রামজী। Come in!

স্যার শঙ্কর। নমস্তে রামজী!

রামজী। নমস্তে বাবুজী। বৈঠিয়ে!

(স্যার শঙ্করপ্রসাদ চেয়ারে উপবেশন করলেন)

স্যার শঙ্কর। (উত্তেজিত ভাবে) উপেন্দ্র—ঐ rascalটাকে শিক্ষা দেব ! এতদূর স্পর্দ্ধা—মানে—খুন ! মানে—রক্ত চাই—

(স্যার শঙ্করপ্রসাদ রাগে কাঁপিতেছিলেন আর 'খুন ও রক্ত চাই' ইত্যাদি শুনে রামজী আঁতকিয়ে উঠলেন এবং ভগবানের নাম স্মরণ করতে লাগলেন)

রামজী। (ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে) এঃ বাবা ! জয় রামজী। জয় রামজী ! কিসকো খুন কোরবে, বাবুজী ?

স্যার শঙ্কর। (রাগের সহিত) মানে, আমাকে - rascal.

(রামজীর উৎকণ্ঠা দূর হল ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভগবানের নাম নিলেন)

রামজী। জয় রামজী ! জয় রামজী ! প্রসিকিউট করায়ে দিন। আইনকা পঞ্জেমে প্রসিকিউট করায়ে দিন। গাঁওকা আদমীদের গরম করায়ে দিতেছে—হামাদের আইন কানুন সব গড়বড় করায়ে দিতেছে—একটা ফন্দি করিয়ে কানুন কা কজে মে লটকায়ে দিন।

স্যার শঙ্কর। নেতা সেজে গাঁয়ে বসে আছে ? সংসারের কোন দায়িত্ব নিতে শেখেনি—দেশের দায়িত্ব বুঝবে ?

রামজী। প্রসিকিউট করায়ে দিন। জেলখানামে ভেজ্ দিন। দাওয়াই মিল জায়গা। উপিন ত উপিন, কেতো উপিন ঢিট হয়ে যাবে।

স্যার শঙ্কর। (চিন্তিত ভাবে) Prosecution ! All right !

রামজী। হাঁ—হাঁ, বাবুজী ! রোপিয়ামে কি না হোয় ? দাওয়াই দেনা চাহিয়ে, দাওয়াই—Wrong information দিয়ে প্রসিকিউট করায়ে দিন। আউর দাওয়াই ভি—

স্যার শঙ্কর। (চিন্তিতভাবে)। Prosecution ! দাওয়াই ! All right !

রামজী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, বাবুজী ! দাওয়াই দিয়ে দিন। অপনা জান্ সামলাতে জীবন চলিয়ে যাবে। দাবী ! শয়তান ! উশ্ শয়তান কো দাওয়াই দিয়ে দিন—আপনাকো ভি সোয়াস্তি হোবে, আউর হামিলোগ্কো ভি শান্তি মিলবে। দাবী—দাবী—দাবী ! শয়তান। (রামজী কলিংবেল টিপলেন ও দারোয়ান লছমন সিং প্রবেশ করল।) উপিন্বাবুকো পছ্‌চান্তে হো ?

লছমন সিং। জী হ্যাঁ—ডাগ্‌তারবাবু ! কেয়া আভি বোলায়েগা —আপকো দাওয়াই কে লিয়ে—

রামজী। (ক্রোধে) দাওয়াই হাম্‌কো কেয়া উপিনবাবু দেগা ? উস্কে লিয়ে হাম দাওয়াই বাতলাতা হ্যায়—এ লছমন জেরা ইধ্‌র শুনো ! (লছমন সিং রামজীর সন্নিকটে গেল। রামজী কানে কানে উপেন্দ্রকে প্রহার করিবার জন্য মতলব দিলেন। লছমন সিং ঘাড় নাড়িয়া খুব খুসী হইয়া সম্মতি জানাইল।)

লছমন সিং। ই বাত ! আচ্ছা ! ঠিক্ হ্যায় !

রামজী। ওহি বদমাইশ্ হামার বাবুজীকো ভি খুন করনে মাংতা।

লছমন। ইতনা তক্ ! আচ্ছা ! ঠিক হ্যায়, বাবুজী ! উসকো জরুর দাওয়াই দে দেতা।

স্যার শঙ্কর। সব কিসীকো দাওয়াই দে দো। লেড়কা—

লছমন। জী ! আপকো লেড়কা ভি বিগড়া ! ঘাবড়াইয়ে মৎ, বিলকুল ঠিক্ কর্ দেঙ্গে।

রামজী। বাবুজী! আপকো ম্যানেজারবাবু বহুৎ আচ্ছা আদমি মালুম হোতা—হামারে পাশ উন্‌কো জেরা ভেজ দেনা, বাবুজী!

স্যার শঙ্কর। আচ্ছা! নমস্তে! Prosecution! দাওয়াই! দাওয়াই! All right! (স্যার শঙ্করপ্রসাদের প্রস্থান)

রামজী। লছমন সিং! এ লছমন! থোড়াসা ইধর আও! (লছমন সিংয়ের কাণে কাণে শীলার সম্বন্ধে কুৎসিৎ ইঙ্গিত করিলেন) লেড়কী শীলা বহুৎ খুবসুরত হ্যায়—একদফে দেখনা ·····! সমঝা?

লছমন সিং। জী হাঁ! জরুর সমঝা—লেকেন—

রামজী। লেকেন্‌-ফেকেন্‌ নেহী কোশিশ ত করো, ফিন্‌ দেখা যায়গা—ইনাম্‌ ভি মিল্‌ যায়গা। সম্‌ঝা?

লছমন সিং। জী হাঁ! (উভয়ে হাঁসিল)

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—উপেন্দ্রর বাড়ী। কাল—মধ্যাহ্ন।

(উপেন্দ্র রোগীদের ওষুধ দিতেছেন। এমন সময় শিবচরণ ও নিবারণ প্রবেশ করল। তাদের হাতে তরকারির ঝুড়ি ও একটী তাঁতের শাড়ী ও দুটী ধুতি।)

উপেন্দ্র। কী খবর, শিবচরণ? কী খবর নিবারণ?

শিবচরণ। বাজারে গিয়েছিলাম, ডাক্তারবাবু! তরিতরকারি কাপড় গামছা·বেচে ফিরছি। এই তরকারিগুলো ও এই ধুতি ও শাড়ী আপনার জন্য নিয়ে এসেছি, ডাক্তারবাবু!

উপেন্দ্র। আমার জন্য আবার এসব কেন? না, না—এরকম করে নিজেদের লোকসান কোরো না—

নিবারণ। লোকসান নয়, বাবু! আমরাও ভালবাসতে জানি—আমরাও শ্রদ্ধা করতে জানি—ডাক্তারবাবু! আমরাও ত মানুষ!

উপেন্দ্র। নিশ্চয়ই তোমরা মানুষ। তোমাদের উপর নির্ভর করছে দেশের কৃষি—দেশের কুটির শিল্পের সমৃদ্ধি। (শীলা এমন সময় দুটো ধামায় মুড়ি ও বাতাসা নিয়ে শিবচরণ ও নিবারণের হাতে দিল)

নিবারণ। আবার এখন জল খাবার কেন, দিদিমণি!

শীলা। তা, হোক। সামান্য দুটী দুটী খেয়ে নাও।

শিবচরণ। এটা সামান্য নয়, দিদিমণি! সম্মান ক'রে যা' আমাদের দিতেছেন—সম্মান ক'রে আমাদের তাই গ্রহণ করতে হবে।

উপেন্দ্র। দেখ শিবচরণ, দেখ নিবারণ! রাতে কারো কোন রকম আপদ বিপদ ঘটলে শাঁক বাজাতে বলে দিয়ো—আর যে বাড়ীতে শাঁক বাজাবে, সে বাড়ীতে সকলে শীঘ্র গিয়ে আপদ বিপদের খবর নিতে সবাইকে বলে দিয়েছ ত ?

নিবারণ। আজ্ঞে হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু!

উপেন্দ্র। জীবনটাই একটি সংগ্রাম। সকল সময় সতর্কতা অবলম্বন করে চলা ভাল। আচ্ছা, তোমরা এখন যাও। রোদ বেড়ে যাচ্ছে। এতটা পথ খালি পায়ে যাবে! (সকলের প্রস্থান)

শীলা। উপেনদা! এবার স্নান সেরে নিন।

উপেন্দ্র। বীরেন এখনও আসেনি, শীলা ?

শীলা। না, উপেনদা! দাদার ফিরতে আজ প্রায় দেড়টা হবে। (এমন সময় গাঁয়ের প্রসিদ্ধ বাউল চিত্ত গান গেয়ে পথ দিয়ে যাইতেছে। মুকুন্দদাস ও কাজী নজরুলের গান পথে গেয়ে বেড়ান চিত্তর স্বভাব। বাহির হ'তে গানের শব্দ ও সুর ভেসে আসছে—

"দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার—
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হুঁসিয়ার।"

চিত্তর গান শুনিবামাত্র উপেন্দ্র যেন নবীন আশায় উদীপ্ত হ'য়ে উঠলেন। বাল্যকাল হ'তে দেশের জন্ম যে আত্মবলিদানের উৎস ফল্গুর মত তাঁর অন্তরে ব'য়ে যেত—যৌবনে কর্ম্মের মধ্যে যা বিকশিত হয়েছিল—প্রৌঢ়ে আজও তা ম্রিয়মাণ হয়নি।)

শীলা। উপেনদা! চিত্তকে ডাকলে সে কী এখানে আসবে না?

উপেন্দ্র। না, শীলা! চিত্ত পথে পথে অতুলপ্রসাদ মুকুন্দদাস কাজী নজরুল প্রভৃতি কবিদের গান গেয়ে বেড়ায়। কারও বাড়ীতে গিয়ে সে গায় না।

(বাহির হ'তে পুনরায় চিত্তর গান শোনা গেল—
"অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ—")

উপেন্দ্র। কবি নজরুল তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজকে সজাগ সচেতন করে গড়ে তুলতে কী পরিশ্রম, কী প্রচেষ্টাই না করেছেন। আজ তিনি অসুস্থ। কায়মনোবাক্যে আমি দশ ও দেশের কাছে প্রার্থনা করি যেন অর্থাভাবে তাঁর মত কবির কখনও সুচিকিৎসার অভাব না ঘটে। নজরুলভাণ্ডারে অর্থ দিয়ে, কবি নজরুলকে সকল প্রকারে সাহায্য করে, আমরা যেন তাঁর যথাযোগ্য সেবা করতে পারি—তাঁকে নিরাময় করতে পারি—সে বিষয়ে সকলেরই লক্ষ্য থাকা চাই।

(বাহির হ'তে পুনরায় চিত্তর গান শোনা গেল—
"ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান?
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী, হুসিয়ার।")

(একজন পুলিশ ইন্‌পেক্টার বাহির হ'তে "উপেন্দ্রবাবু! বাড়ী আছেন ?") বলে ডাকলেন—তাঁর সঙ্গে দুইজন কনষ্টেবল।

উপেন্দ্র। কে ? ভিতরে আসুন! (ইন্‌পেক্টর ভিতরে প্রবেশ করলেন ।)

ইন্সপেক্টর। নমস্কার!

(উপেন্দ্র প্রতিনমস্কার জানালেন ও ইন্সপেক্টর warrantটী উপেন্দ্রকে দেখালেন)

আপনাকে arrest করতে এসেছি, উপেন্দ্রবাবু! warrant ত দেখ্‌লেন।

শীলা। (উৎকণ্ঠার সহিত) Arrest! কারণ কি জানতে পারি ?

ইন্সপেক্টর। (বিনীতভাবে) কারণ—উপেন্দ্রবাবু তা' জানেন—আর আপনারাও পরে জান্‌তে পারবেন।

উপেন্দ্র। চলুন, ইন্সপেক্টর বাবু! আসি, শীলা। উতলা হোয়ো না—কাকাবাবুর আদেশ। উপস্থিত বুদ্ধি ও নিজের ভরসা রেখে জীবনে চল্‌তে ভুলো না। চলুন। (কনষ্টেবলসহ ইন্সপেক্টর ও উপেন্দ্রর প্রস্থান)

শীলা। (উৎকণ্ঠার সহিত পায়চারী কর্‌তে কর্‌তে) স্বেচ্ছাচারিতা! স্বেচ্ছাচারিতা! এ তোমার স্বেচ্ছাচারিতা, বাবা! তবে এইটুকু মনে রেখ, বাবা! তোমার দম্ভ চূর্ণ করতে একজন আছেন, যিনি সকলকে অভয়করে রক্ষা করেন।

(বীরেনের প্রবেশ)

শীলা। (ছল ছল নেত্রে গম্ভীরভাবে) দাদা! উপেনদাকে arrest করে নিয়ে গেল।

বীরেন। Arrest ! (ক্রোধে) এও বাবার চক্রান্ত, শীলা !

শীলা। অকারণে উপেনদাকে যে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে, এ আমি ধারণা করতে পারিনি।

বীরেন। আমি জানতাম, শীলা, যে ঝড় উঠ্‌বেই ! তবে দুঃখ এই যে, আমাদের জন্ত—উপেনদা এই অবিচার অত্যাচার সহ্য করছেন।

('উপেন,' 'উপেন' বলে হাঁক দিয়ে প্রফেসর ভিতরে প্রবেশ করে শীলা ও বীরেনের চোখে জল দেখে অবাক হলেন।)

প্রঃ। এ কী মা ! কী হয়েছে বীরেন ? তোমাদের চোখে জল কেন ?

বীরেন। উপেনদাকে arrest করে নিয়ে গেছে কাকাবাবু।

প্রঃ। (আরও উৎকণ্ঠার সহিত) Arrest ? কেন ?

বীরেন। এ বাবার চক্রান্ত। বুঝেছেন কাকাবাবু ?

প্রঃ। (হাসিয়া) উপেনের মত মানুষকে মিথ্যার জাল বুনে কী বেঁধে রাখ্‌তে পারবে ?

শীলা। (উৎকণ্ঠার সহিত) পারবে না, কাকাবাবু ?

প্রঃ। (সগর্বে) কখনও না। একদিন মিথ্যা ধরা পড়বেই পড়বে। মিথ্যার জাল বুনে মানুষ বাহাদুরি করতে গিয়ে অবশেষে নিজেই মিথ্যার জালে জড়িয়ে পড়ে—অনুশোচনা তখন সুরু হয়, ভ্রান্তি যায় কেটে। যাক্, তোমরা কিছু ভেবনা—মনে রেখ যে আমি তোমাদের ভার নিয়েছি। আমি সব দেখ্‌ব। ছিঃ ছিঃ, শঙ্কর ! এ তুমি কী ভুল করেছ !

নবম দৃশ্য

স্থান—রামজীর গদী। কাল—মধ্যাহ্ন।

(রামজী ও ম্যানেজার কার্ত্তিক বাঁড়ুজ্জে ফরাসে উপবিষ্ট। দারোয়ান লছমন সিংও উপস্থিত। উপেন্দ্রকে পুলিসে ধরায় সকলেই খুব আনন্দিত।)

রামজী। (সোৎসাহে) দেখিয়ে আভি তোম্‌হারা উপিন্‌বাবুকে কেয়া হাল হোতা। দাগী! শয়তান! আভি শয়তান কো আচ্ছি দাওয়াই দে দেঙ্গে।

ম্যানেজার। (রাগের স্বরে) উপেন্দ্রবাবু বাড়ীতে আস্‌তেন আর যেতেন। আমাদের care করতেন না। আরে! আমি হলাম বাড়ীর ম্যানেজার! আমাকে পাত্তাই দি'ত না। তেমনি হয়েছে ছেলেমেয়েরা। আমাকে চাকরের মত দেখে। আমি একটা বড় বাবু। আমি হচ্ছি ম্যানেজার। আমারও পেটে বিদ্যে আছে। আমাকে একেবারেই সম্মান করে না—এই হ'ল তাদের শিক্ষা! সবই উপেন্দ্রর জন্য! বুঝেছেন, রামজী! সবই উপেন্দ্রর জন্য—

রামজী। হঁ্যা—হঁ্যা—বাবা! হামি বিলকুল বুঝেছে। হামাকে আউর জিয়াদা সমঝাতে হোবে না। দেখেন্ না, ম্যানেজারবাবু! হামি উহার কী হাল করায়ে দি! (ক্রুর হাঁসি হাঁসিয়া) ম্যানেজারবাবু! বাত টো ত শুন্ লীজিয়ে। (ম্যানেজারের কানে কানে শীলার সম্বন্ধে কুৎসিত ইঙ্গিত করলেন। লড়কী শীলা! সম্‌ঝা ? (রামজী হাসিলেন।)

ম্যানেজার। হ্যাঁ—হ্যাঁ—বুঝেছি, রামজী! এই কম্মই করে হাত পাকিয়েছি। আজ, আপনি আবার নতুন করে কি বোঝাবেন ? (ম্যানেজার হাসিল।)

রামজী। (সহাস্যে) হাত পাকিয়েছেন বোলে ত আপনাকে ভি হামি

বিশ্ ওয়াশ্ করেছে। নেহী তো— যানে দেও! আভি দেখ্ লীজিয়ে উপিন্‌বাবুকো কেয়া হাল হোগা।

ম্যানেজার। লছমনসিংকে বুদ্ধি বাতলিয়ে দিয়েছি। আপনি কিছু ভাব্‌বেন না, রামজী! এবার বুঝিয়ে দেব উপেন্দ্রকে, আর বুঝিয়ে দেব ছেলেমেয়েদেরও—কত বুদ্ধি আমি ধরি।

রামজী। (হাসিয়া) ম্যানেজারবাবু! লছমনকো হাম ভি বোলা।

লছমন। (হাসিয়া) জী ঠিক্ হ্যায়—বাবুজী! আজ রাতমে—

রামজী। বহুত হুসিয়ারীসে কাম করো! লেড়কী মিলনেমে বহুত ইনাম্‌ভি মিল জায়গা।

লছমন। (হাসিয়া) জী ঘাবড়াইয়ে ম্যাৎ। বাবুজী! হামারা নাম লছমন সিং হ্যায়।

দশম দৃশ্য

স্থান—স্যার শঙ্করপ্রসাদের অফিস ঘর। কাল—সন্ধ্যা।

স্যার শঙ্করপ্রসাদ ঘরের এদিক হ'তে ওদিক পায়চারী করছেন। গভীর চিন্তামগ্ন। দম্ভ ও অহমিকায় একদিকে যেমন তাঁর চিত্ত উদ্বেলিত, অপর দিকে নির্জ্জন প্রাসাদের এই নিঃশব্দতা তাঁকে ক্ষুণ্ণ ও ম্রিয়মাণ করে তুলেছে; স্বর্গগতা স্ত্রীর স্মৃতিও থেকে থেকে মনের কোণে বাসা বাঁধছে। অস্থির হয়ে পাশের একটী কোচে বসে স্যার শঙ্করপ্রসাদ টেবিল হ'তে একটা commercial magazine তুলে নিয়ে পড়তে লাগ্‌লেন। এমন সময় বেয়ারা ঋষি চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এল।)

ঋষি। চা দিয়েছি, সাহেব!

স্যার শঙ্কর। আচ্ছা! যাও! (স্যার শঙ্করপ্রসাদ magazine

পড়তে লাগলেন ও মধ্যে মধ্যে অন্যমনস্কভাবে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন। ঋষিকে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে প্রশ্ন করলেন।) দাঁড়িয়ে রয়েছ যে? কিছু বল্‌বে?

ঋষি। (মুখে হাসি, অথচ চোখে জল) জীবনে কখনও কিছু বলিনি, সাহেব! আজ আর না বলে থাক্‌তে পাচ্ছি না। বাড়ীটা ফাঁকা ফাঁকা লাগ্‌ছে, সাহেব! (ভারাক্রান্তভাবে) দাদাবাবু, দিদিমণি, এ বাড়ী অন্ধকার করে চলে গেছেন।

স্যার শঙ্কর। (রাগ ও অভিমানে) আমি ত তাদের তাড়াই নি। তারাই আমাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে।

(এমন সময় প্রফেসর 'শঙ্কর' 'শঙ্কর আছ' বলে ভিতরে প্রবেশ করলেন।)

প্রঃ। এই যে শঙ্কর্! (রাগের সহিত) what are all these? কী ব্যাপার বলত?

স্যার শঙ্কর। (উদাসভাবে) Nothing! কিসের ব্যাপার!

প্রঃ। এত বড় ব্যাপার আমার চোখের উপর ঘটতে দেখ্‌লাম আর তুমি নির্ব্বিবাদে উড়িয়ে দিচ্ছ। বলছ nothing! তোমার লজ্জা হওয়া উচিত, শঙ্কর!

স্যার শঙ্কর। লজ্জা! (উপহাস করে) লজ্জা মেয়েদের ভূষণ। (রাগে) লজ্জা! আমার শ্রমিকদের ক্ষেপিয়ে তুলবে—আমাকে খুন করবার Plan করবে? আর, প্রফেসর! তুমি বল্‌তে চাও যে, আমি লজ্জা ক'রে, ঘরের কোণে, নির্ব্বিবাদে বসে থাক্‌ব, কেমন?

প্রঃ। (ভাবিত হয়ে) দাঁড়াও—দাঁড়াও! খুন? কে খুন কর্‌বে? কাকে খুন কর্‌বে, শঙ্কর?

স্যার শঙ্কর। (ক্রোধভরে) কেন ! তুমি যার জন্য ওকালতি করতে এসেছ—তোমাদের মতে যিনি বড় কর্মী, যিনি দেশের বড় নেতা—তোমাদের সেই উপেন্দ্র—আমাকে খুন করবার জন্য আমারই শ্রমিকদের উত্তেজিত করেছে।

প্রঃ। (অবাক হয়ে) উপেন ! উপেন তোমাকে খুন করবার জন্য তোমারই শ্রমিকদের উত্তেজিত করেছে ? একথা তুমি—মানে, তুমি বিশ্বাস করতে পারলে ? এত বড় মিথ্যা—

স্যার শঙ্কর। (উন্মত্তের মত) না—না—এ মিথ্যা নয় ! It is a fact.

প্রঃ। (দৃঢ়ভাবে) No ! It's not a fact. It can't be fact. মিথ্যা ! সম্পূর্ণ নির্জলা মিথ্যা !

স্যার শঙ্কর। (উপহাস করে) I see ! তোমার এখন উপেন্দ্র-প্রীতি হয়েছে। তুমি এখন তাদের অভিভাবক হয়েছ। তোমার ত বিশ্বাস হবে না—quite natural ! (রাগ করে) But it is a fact. আমি সব information পেয়েছি। বিনা কারণে—

প্রঃ। (শশব্যস্তে) তুমি wrong information পেয়েছ, শঙ্কর ! মানুষের যখন বুদ্ধিভ্রংশ হয়—

স্যার শঙ্কর। (উন্মত্তের ন্যায়) বুদ্ধিভ্রংশ ! What do you mean to say ! বুদ্ধিভ্রংশ ! আমার—না—তোমার, প্রফেসর ? এই বয়সে তুমিও তাদের আস্কারা দিচ্ছ—লজ্জা করে না তোমার ! Get out ! চলে যাও ! ষড়যন্ত্র ! তোমরা সবাই ষড়যন্ত্র করছ

প্রঃ। (ধীর ও গম্ভীর ভাবে) ষড়যন্ত্র ! শঙ্কর, তুমি আমার একমাত্র বন্ধু ! তুমি অবজ্ঞাই কর, আর আমায় তাড়িয়েই দাও। স্পষ্ট কথা

তোমার মুখের ওপর বার বার বলে যাব—মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিয়ে জীবনে তুমি মস্ত ভুল করেছ, আরও ভুল করতে বসেছ। তুমি ভেবে দেখ, শঙ্কর! আমি আবার আসব, শঙ্কর! আমি আবার আসব!

একাদশ দৃশ্য

স্থান—উপেন্দ্রর কুটীর। কাল—রাত্রি।

(বারান্দা ঘর। টেবিলের উপর আলো জ্বলছে। স্বামিজীর ফটো সম্মুখে রয়েছে। পাশের চৌকীতে বিছানার উপর শীলা বসে ছলছল নেত্রে ৺মায়ের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ও প্রণাম করছে।)

শীলা। মা! আজ পর্য্যন্ত যত কাজই করেছি—সবই তোমার আশীষে—তোমারই শুভ প্রেরণায়। যদি কিছু ভুল ক'রে থাকি, তুমি ক্ষমা কর। আমার ভুল—আমার ভ্রান্তি—তুমি ক্ষমা কর, মা! শিবজ্ঞানে তুমি মানুষকে ভালবাস্‌তে শিখিয়েছিলে! সবার উপর মানুষ সত্য—এই ব্রতই ছিল তোমার! আশীর্ব্বাদ কর, মা! যেন তোমার ঐ ব্রত গ্রহণ করে জীবন পথে আমি চল্‌তে পারি! আশীর্ব্বাদ কর, স্বামিজী! তোমার ঐ অভীষ্ট মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মানুষের যেন সেবা করতে পারি!

(আলোটা কমিয়ে শীলা ধীরে ধীরে বিছানায় শুয়ে পড়ল ও নিদ্রা গেল। কিছুক্ষণ পরে দুইটি সহচর সহ লছমন সিং পাঁচিল বেয়ে শীলার ঘরে প্রবেশ করতে চেষ্টা করছে দেখা গেল। তাদের ছায়া শীলার মুখের উপর পড়াতে শীলার নিদ্রাভঙ্গ হল ও চকিত হয়ে দাদাকে ডাকতে লাগল। পাশের ঘর হতে বীরেন ক্ষিপ্র বেগে প্রবেশ করল। সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরগুলি হতে শাঁক বাজতে লাগল। শাঁকের আওয়াজে দুইটী সহচর সহ লছমন সিং পালাবার চেষ্টা করল। এমন সময় গাঁয়ের

লোকজন ছুটে এসে লছমন সিংকে ও তার একটী সহচরকে ধরে ফেলল। ভীষণ কলরবের মধ্যে আর একজন পালিয়ে গেল। বাহির হতে লছমন সিং ও তার সহচরকে যৎপরোনাস্তি প্রহার দেওয়ার শব্দ শোনা গেল।)

শীলা। দাদা ! ডাকাত !

বীরেন। (পাশের ঘর হ'তে দৌড়ে এসে) কোথায় ? নীচে নেমে পড়ার শব্দ হোল না ? ধর, ধর, ডাকাত পালাচ্ছে ! ধর, ধর ! (দৌড়ে প্রস্থান)।

(শীলাও সজোরে শাঁক বাজাতে লাগল।)

বীরেন লছমন সিংয়ের গলা ধরে ও শিবচরণ তার সহচরের গলা ধরে প্রবেশ করল আর সাথে প্রবেশ করল রথীন ও গাঁয়ের লোকেরা।)

বীরেন। (ক্রোধভরে !) তুমি রামজীর দারোয়ান, না ?

লছমন। (সভয়ে) জী হাঁ ! লেকেন হামি কুছু করি নাই। হামি রাস্তা দিয়ে চলিয়ে যাচ্ছে ! বাবুলোগ্ এসে—ব্যস—হামাকে ঝুটমুট মারতে লাগল।

বীরেন। (প্রহার করে) Rascal ! তুমি কিছু করনি।

রথীন। (লছমন সিংয়ের সহচরকে প্রহার করে) Rascal ! বাঁদরামি করতে এসেছ ! (পুনরায় প্রহার করে) বাঁদরামি !

সহচর। আমি কিছু জানি না, বাবু ! সব ঐ ব্যাটা লছমন সিং জানে।

(বীরেন লছমনকে ও রথীন সহচরকে প্রহার করতে লাগল)

রথীন। (প্রহার করতে করতে) কিছু জান না ! বাঁদর ! বাঁদরামির জায়গা পাওনি !

(শিবচরণ, নিবারণ প্রভৃতি অনেকে ডাকাতদ্বয়কে মারতে লাগ্‌ল।)

শীলা। (লছমন ও তা'র সহচরকে উদ্দেশ্য করে) এই বেল্লিক—এই—এদিকে আয়—

(ধীরে ধীরে হাতজোড় করে দু'জনই এগিয়ে এল।)

নাকখৎ দে—দে নাকখৎ—

লছমন। (সবিনয়ে) এ খোঁকি!

রথীন। (প্রহার করে) খোঁকি কিরে! বল্‌ দিদিমণি!

(রথীন পুনরায় প্রহার করিল ও উভয়েই দিদিমণি বলিল)

শীলা। নাকখৎ দে—

(উভয়ে নাকখৎ দিতেছে, এমন সময় প্রফেসর 'বীরেন' 'বীরেন' বলে ডেকে প্রবেশ করলেন ও দেখে শুনে রাগে তাঁর আপাদ মস্তক জ্বলে উঠল।)

শীলা। দেখুন কাকাবাবু! কী কাণ্ড!

প্রঃ। কী ব্যাপার ?

শীলা। বিছানায় শুয়ে আছি, এমন সময় পাঁচিল থেকে রামজীর দারোয়ান লছমনসিং আর তার দু'জন সহচর আমার ঘরে ঢুকতে চেষ্টা করছিল। এরা দু'জন ধরা পড়েছে—আর একজন পালিয়েছে।

প্রঃ। (পায়ের চটি খুলে প্রহার করতে করতে) পাজী—নচ্ছার—হারামজাদা! মেরে ফেল্‌ব, তোদের মেরে ফেল্‌ব! বীরেন! যাও, থানায় দিয়ে এস, যাও—

(বীরেন ও নিবারণ উভয়কে লইয়া থানায় চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সকলে প্রস্থান করিল।)

প্রঃ। (চিন্তা করতে করতে) লছমনসিং ! রামজীর দারোয়ান ! রামজী ! তোমার বাবার মিলের অংশীদার !

শীলা। হ্যাঁ, কাকাবাবু !

প্রঃ। ঘরোয়া কলহের সুযোগ নিয়েছে, শয়তান ! বুঝেছ, শীলা। ঘরোয়া কলহের সুযোগ নিয়েছে। আর সঙ্গে জুটেছে লছমনের সহচর হ'য়ে কালু হারামজাদা, এক নম্বর দাগী আসামী ! ছিঃ, ছিঃ ! শঙ্কর ! তোমার ভুলের জন্য কী মারাত্মক ঘটনাই না ঘটছিল ? ছিঃ, ছিঃ, তুমি কোথায় নেমেছ, শঙ্কর !

=যবনিকা=

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—স্যার শঙ্করপ্রসাদের অফিস ঘর। কাল—রাত্রি।

(অফিসঘর অগুছানো রয়েছে। স্যার শঙ্করপ্রসাদ গভীর চিন্তাক্লিষ্ট-চিত্তে ঘরের এদিক হ'তে ওদিক পায়চারি করছেন—তারপর একটা কোচে বসলেন। শীলা ও বীরেন বিদায়কালীন যা' বলেছিল, তা' স্যার শঙ্করপ্রসাদের স্মৃতিতে ভাসছে—

"বাবা! এখানে মিলের শ্রমিকেরা বাস করে না যে তোমার ইচ্ছামত হুকুমজারি করে যথেচ্ছচারিতা করবে। মনে রেখ, তুমি আমাদের পিতা।—"

"জেলখানার কয়েদীর মত এ বাড়ীতে বাস করতে পারব না।")

স্যার শঙ্কর। (ব্যথিত চিত্তে চিৎকার করে উঠলেন) আঃ! Let me live peacefully! একটু শান্তিতে থাকতে দাও—

(ঋষি Ovaltine নিয়ে প্রবেশ করল।)

ঋষি। সাহেব! আজ ক'দিন থেকে একেবারে আপনার ঘুম নেই। খাওয়া দাওয়া নেই। কত রাত্তির হয়ে গেছে—রাত প্রায় দুটো—একটু ওভালটিন খেয়ে নিন, সাহেব!

স্যার শঙ্কর। (উদাসভাবে) তুমি যাও, ঋষি!

ঋষি। সাহেব! দাদাবাবু, দিদিমণিকে একটু খবর দিয়ে আসব?

স্যার শঙ্কর। (নিঃশ্বাস ফেলে) ঋষি! তুমি যাও!

(স্যার শঙ্করপ্রসাদ আবার পায়চারী করতে লাগলেন। ঋষির মুখে

হাসি, কিন্তু তা'র চোখ থেকে জল টপটপ করে পড়ছে। সে ব্যথিত চিত্তে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। ক্ষণপরে স্যার শঙ্করপ্রসাদ পুনরায় চেয়ারে উপবেশন করলেন, এমন সময় প্রফেসর দ্রুত প্রবেশ করলেন।)

প্রঃ। (উৎকণ্ঠার সহিত) এ তুমি কী করেছ, শঙ্কর ?

স্যার শঙ্কর। (উৎকণ্ঠার সহিত) কী করেছি, প্রফেসর ? (ঋষির প্রস্থান।)

প্রঃ। (শশব্যস্তে) এ ঘরোয়া কলহের সুযোগ নিয়ে তোমারই অংশীদার রামজী ডাকাত পাঠিয়েছিল শীলাকে হরণ করতে !

স্যার শঙ্কর। (উন্মাদের ন্যায়) প্রফেসর !

প্রঃ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, উচিত কথা বলতে কখনও আমি ভয় করি না। নিজের চোখে দেখে এলাম—রামজীর দারোয়ান লছমনসিং আর হারামজাদা কালু গুণ্ডা শীলার ঘরে ঢুকেছিল—দু'জনেইধরা পড়েছে—আর একটা পালিয়েছে—

স্যার শঙ্কর। (গভীর উৎকণ্ঠার সহিত) প্রফেসর !

প্রঃ। দু'জনকেই থানায় দেওয়া হয়েছে।

স্যার শঙ্কর। (সবিনয়ে) তুমি বিশ্বাস কর বন্ধু ! আমি এসব কিছুই জানিনা। (ভীষণ ক্রুদ্ধস্বরে) রামজীর দারোয়ান ! Scoundrel রামজী ! Scoundrel লছমন ! Scoundrel—(ঋষির পুনরায় প্রবেশ)

ঋষি। সাহেব ! জরুরি তার এসেছে !

(ঋষি Telegram হাতে দিল।)

স্যার শঙ্কর। (উৎকণ্ঠার সহিত) Express Telegram ! (টেলিগ্রামটী খুলিতে লাগিলেন)

প্রঃ। (শশব্যস্তে) আবার টেলিগ্রাম কিসের ? আঃ কি বিপদ !

স্যার শঙ্কর। (কাঁপিতে কাঁপিতে) Shefu·died of Asiatic Cholera. শেফু নে—ই— (মূর্চ্ছিত হলেন)

ঋষি। (চকিত হ'য়ে) সাহেব ! (দৌড়িয়া পাখা আনিয়া নিকটে যাইল।)

প্রঃ। (গভীর উৎকণ্ঠার সহিত) আঃ, কি বিপদ ! দাও, পাখাটা আমাকে দাও। তুমি শীগ্‌গির্ রথীন, বীথি, শীলা ও বীরেনকে খবর দিয়ে এসো। যাও—শীগ্‌গির যাও—

ঋষি। যাই, বাবু ! সাহেবের কী হল, বাবু ! (ঋষির বেগে প্রস্থান)।

প্রঃ। (বাতাস করতে করতে) চিরকালই তুমি খামখেয়ালী, শঙ্কর ! হঠকারিতায় নিজের সর্ব্বনাশকে নিজেই ডেকে আন ! আঃ— তা'র উপর Telegram ! বিপদ যখন আসে, তখন চারিদিক হ'তে বিপদ আসে। (সবিস্ময়ে) Be steady—শঙ্কর ! Be steady— !

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—উপেন্দ্রর কুটীর। কাল—রাত্রি।

শীলা ও রথীন পাশাপাশি বসে আছে। ডাকাত পড়ার ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা চলিতেছে।

রথীন। (উৎকণ্ঠার সহিত) এ'সব রামজীর চক্রান্ত, শীলা ! আমাদের এই ঘরোয়া কলহের সুযোগ নিয়েছে। আমাদের এই ঘরোয়া কলহ, এই অন্তর্দ্বন্দ্ব, যতদিন না দূর হবে, ততদিন যে কেউ আমাদের ওপর সুযোগ সুবিধা নেবেই নেবে।

(উপেন্দ্রর প্রবেশ)

শীলা। (অবাক হ'য়ে এ কী ? উপেনদা ! এত রাতে ? জেল থেকে পালিয়ে এসেছেন বুঝি ?

উপেন্দ্র। পালাতে হয়নি, শীলা, আর পালাবার পাত্র আমি নই ! আমার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির কোনরূপ প্রমাণ না পেয়ে আমাকে পুলিশই ছেড়ে দিয়েছে। রাত্রি দেড়টায় ছেড়েছে, পাছে কোন হৈ চৈ হয়। কিন্তু—

রথীন। ডাকাত পড়েছিল আপনার বাড়ীতে।

উপেন্দ্র। ডাকাত !

রথীন। শীলার ঘরে প্রবেশ করতে চেষ্টা করছিল, এমন সময় শীলা চিৎকার ক'রে, শাঁখ বাজায়। আমরা সকলে ছুটে আসি। দু'জন ধরা পড়েছে—আর একজন পালিয়ে বেঁচেছে। বীরেন ও নিবারণ তা'দের পুলিশে দিয়ে আসতে গেছে। (এমন সময় বীরেনের প্রবেশ)

বীরেন। (অবাক হ'য়ে) এ কি, উপেন দা !

উপেন্দ্র। পুলিশে দিয়ে এসেছ ?

বীরেন। হ্যাঁ—

উপেন্দ্র। তা'দের চিনতে পারলে ?

বীরেন। একজন রামজীর দারোয়ান লছমন সিং, আর একটি তা'র সহচর কালু। আর একজন পালিয়ে গেছে।

উপেন্দ্র। কালু ! সে যে পুরাণো দাগী আসামী !

(এমন সময় শশব্যস্ত হয়ে ঋষি প্রবেশ করল)

ঋষি। দাদাবাবু, দিদিমণি, আপনারা শীগ্‌গীর্ চলুন। সাহেব অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন।

শীলা। বা—বা—

বীরেন। বাবা অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন !

ঋষি। হ্যাঁ, দাদাবাবু ! (উপেন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে) বড়দাদাবাবু ! আপনিও চলুন। এ সময় আপনি আর রাগ করবেন না।

উপেন্দ্র। নিশ্চয়ই যাব ঋষি ! যাও—তোমরা শিগগীর চলে যাও। আমি হোমিওপ্যাথি বাক্স নিয়ে যাচ্ছি।

শীলা। আপনি শীঘ্র আসুন, উপেনদা ! (সকলের প্রস্থান)

(উপেন্দ্র ভিতর হ'তে হোমিওপ্যাথির বাক্স লইয়া দরজায় তালাচাবী দিয়া প্রস্থান করিলেন।)

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—স্যার শঙ্করপ্রসাদের অফিস ঘর। কাল—রাত্রি।

(কোচের ওপর স্যার শঙ্করপ্রসাদ মূর্চ্ছিত অবস্থায় শুয়ে আছেন। বীথি পাখার বাতাস করিতেছে আর এক একবার স্যার শঙ্করপ্রসাদকে দেখিতেছে।)

বীথি। বাবা ! তুমি ব্যস্ত হওনা। এখুনি ওঁরা এসে পড়বেন।

প্রঃ। (শশব্যস্তে) ব্যস্ত হব না ! শঙ্কর আমার বন্ধু ! আর শীলা, বীরেন—

(বাহির হ'তে 'এই যে কাকাবাবু, আমরা এসেছি' বলিয়া সকলের প্রবেশ ও পশ্চাতে উপেন্দ্রের প্রবেশ।)

শীলা ও বীরেন। কী হয়েছে, কাকাবাবু ?

প্রঃ। (শান্তভাবে) অধীর হোয়োনা—মানে—একটা টেলিগ্রাম পেয়ে—টেলিগ্রাম !

(বীরেন Telegram পড়িতে লাগিল।)

বীরেন। (হতাশভাবে) শেফু বেঁচে নেই !

শীলা। এঁ্যা,—শে—ফু নে—ই ! (শীলা বাবার পায়ের কাছেই পড়ে গেল।)

উপেন্দ্র। (বাক্স হ'তে ওষুধ বাহির করে) বীথি ! এ ওষুধটা কাকাবাবুকে খাইয়ে দাও ত ! (বীথি ওষুধ খাওইয়া দিল)।

উপেন্দ্র। (শীলার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে) অধীর হোয়োনা, শীলা ! অধীর হোয়োনা ! এত অধীর হলে সেবা করবে কী করে ?

শীলা। (শান্ত হ'য়ে) না, আমি সুস্থ আছি, উপেনদা !

উপেন্দ্র। শীলা ! বীরেন ! কাকাবাবুর জ্ঞান হ'বার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ভোলাবার চেষ্টা করবে—পুরাণো কথা পাড়তেই দেবে না। (প্রফেসরকে উদ্দেশ্য করে) আমি একটু আড়ালেই থাকি, কাকাবাবু ! নইলে আমাকে দেখলেই আবার reaction হ'তে পারে।

প্রঃ। Judgement ! A Daniel has come to judgement ! তুমি আড়ালেই থাক, উপেন ! আড়ালেই থাক !

(এমন সময় স্যার শঙ্করপ্রসাদ একটু নড়ে চড়ে উঠলেন ও প্রফেসরকে দেখিলেন।)

স্যার শঙ্কর। কে ? প্রফেসর ! তুমি !

শীলা ও বীরেন। (ছল ছল নেত্রে) বাবা !

স্যার শঙ্কর। (ছল ছল নেত্রে) কে ? শীলা ! বীরেন ! তোমরা এসেছ !

বীরেন। কেন আসব না, বাবা ! তুমি যে আমাদের বাবা ! তোমাকে ছেড়ে কী আমরা থাকতে পারি !

স্যার শঙ্কর। (ধীরে ধীরে ও ছল ছল নেত্রে) তোমাদের ছেড়ে আমিও থাকতে পারিনি বাবা! কিছু মনে করনা, বীরেন! কিছু মনে করিস্ নে, মা! প্রফেসর! তোমায় অপমান করেছি। কিছু মনে করনা ভাই—

প্রঃ। কি বলছ শঙ্কর? হুঁ! তুমি আমার বন্ধু!

স্যার শঙ্কর। হ্যাঁ, প্রফেসর! তুমিই আমার প্রকৃত বন্ধু! আর— আজ যদি উপেন থাকত!

প্রঃ। থাকত—মানে? আছে—উপেন ফিরে এসেছে। প্রমাণ অভাবে মুক্তি পেয়ে তোমারই বাড়ীতে তোমাকেই সেবা করতে এসেছে আমাদেরই উপেন! (উপেন্দ্রর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখালেন।)

ঐ দেখ, উপেন আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে!

স্যার শঙ্কর। (অনুতপ্ত চিত্তে ও ছল ছল নেত্রে) উপেন! কিছু মনে কোরো না! ভুল করেছি—ভুল বুঝেছি। আমায় ক্ষমা করো, উপেন!

উপেন্দ্র। (নতজানু হ'য়ে) অধীর হবেন না, কাকাবাবু! মানুষ মাত্রই ভুল করে! এমন কীই বা হয়েছে? আর ক্ষমা আমি কী করতে পারি? ক্ষমা করেছেন তিনি, যিনি আমাদের সকলকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন! তিনি আপনাকেও ক্ষমা করেছেন—আমাকেও ক্ষমা করেছেন!

প্রঃ। (বীথি ও বীরেন এবং শীলা ও রথীনের পরস্পরের হাতে হাত ধরাইয়া) এস, শঙ্কর! আমরা এদের আশীর্ব্বাদ করি। (স্যার

শঙ্করপ্রসাদ ও প্রফেসর, উভয়েই আশীর্ব্বাদ করিলেন) উপেন ! তুমিও এদের আশীর্ব্বাদ কর।

উপেন্দ্র। (করজোড়ে) আমি আমার শুভেচ্ছা তোমাদের জানাচ্ছি। তোমরা মানুষ হও ! প্রকৃত কর্ম্মী হও আর যে ভাবে পার, দেশের সেবা কর !

প্রঃ। এস, শঙ্কর ! আমরা ভেতরে যাই। এদের আলাপ আলোচনা সুরু হোক ! হে সেবাব্রতি ! প্রগতির অগ্রদূত ! তোমাদের কাজ সুরু হোক—আর ধীরে ধীরে জীর্ণ সংস্কার যা'ক সরে। মিছে পরিতাপ, মিছে অনুশোচনা, মিছেই প্রগতিকে বাধা দেওয়া—আর চলবেনা, শঙ্কর ! শত শত বছরের জীর্ণ সংস্কার চল্‌বে না—চল্‌তে পারে না। 'Old order changeth yielding place to new.' চিরন্তন জীর্ণ সংস্কার বদলে যাবেই যাবে। Thorough overhauling দরকার, তবে একজন ভাল Engineer চাই !

—যবনিকা—

নাট্য পরিচালনার কয়েকটি সঙ্কেত



প্রথম অঙ্কের ১ম দৃশ্য—

Back ground—ঘোর অন্ধকার। তারি মাঝে ভেসে আসছে জীর্ণ শীর্ণ বাস্তুহারার সকরুণ কণ্ঠস্বর। 'মা!—মাগো······ ইত্যাদি আছে। তারপরই সুস্পষ্ট আলোকে অর্থাৎ ambour দিয়ে স্থান ও blue focus দিয়ে শীলা ও বীরেনকে দেখালে ভাল হয়।

Back ground—

ঘোর অন্ধকার। সেই অন্ধকারে দু চারটী নারী ও পুরুষ ঐ কথাগুলি বলে চলে গেল। শীলা ও বীরেন একপাশে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে।

Opening— তারপর ambour দিয়ে স্থান ও blue focus দিয়ে শীলা ও বীরেনকে sprt করলে ভাল হয়।

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য—

ঘোর অন্ধকার। অন্ধকার ভেদ করে গানের শব্দ ও সুর ভেসে আসছে। "হও ধরমেতে ধীর·········হবে জয়।" তারপর রয়েছে উপেন্দ্র বসুর কুটীর ও কাল প্রভাত।

Back ground—ঘোর অন্ধকার। পাশে সদর রাস্তা দিয়ে সেই অন্ধকারের মধ্যে চিত্ত বন্দ্যঃ (বাউল) উপরোক্ত গানটী গেয়ে চলে গেল। সেই অন্ধকারে উপেন্দ্র স্বামিজীর ফটোর সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

Opening— তারপর ambour দিয়ে স্থান ও crimson focus দিয়ে উপেন্দ্র ও স্বামিজীর ফটো spot করা হলে ভাল হয়।

প্রথমে ঘোর অন্ধকার প'রে কাল প্রভাত নিয়ে যেন দ্বন্দ্ব না জাগে। প্রথমটী হচ্ছে sceneএর back ground—এইভাবে sceneটীর opening হ'লে দর্শকদের চিত্তাকর্ষক হ'বে অনেকখানি—আর কোন দৃশ্যে কথা বা গানের সুর ভেসে আসছে এইরূপ ইঙ্গিত দেওয়া থাকে তাহলে বাহির হতে কেহ কথাগুলি বলিতেছে বা গান গাহিছে এইরূপ বুঝিলে বাধিত হ'ব। তাহাতে দৃশ্যগুলি চিত্তাকর্ষক হবে অনেকখানি বলে মনে হয়।

ইতি—

নাট্যকার